বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ-০৩

১১

তানহি খান তানহা

রবীন্দ্রনাথ থেকে বিভিন্ন বিসিএস এ আসা প্রশ্ন

- শচীন, দামিনী ও শ্রীবিলাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন উপন্যাসের চরিত্র? -৪৫ বিসিএস
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বয়সে ছোটগল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন? -৪৫ বিসিএস
- 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী কাকে তপোবন-প্রেমিক বলেছেন? -৪৫ বিসিএস
- 'বাক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেম' কবিতা দুটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? -৪৪ বিসিএস
- অভীক রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পের নায়ক? -৪৪ বিসিএস
- "তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শত বার/জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।"-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার অংশ? -৪৩তম বিসিএস
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নষ্টনীড় গল্পের একটি বিখ্যাত চরিত্র? -৪১তম বিসিএস
- বিধবার প্রেম নিয়ে রচিত উপন্যাস কোনটি? -৪১তম বিসিএস
- "কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বলার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো" – বাক্যদ্বয় কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত ? -৪০তম বিসিএস
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কৌতুক নাটক হচ্ছে? -৩৯তম বিসিএস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

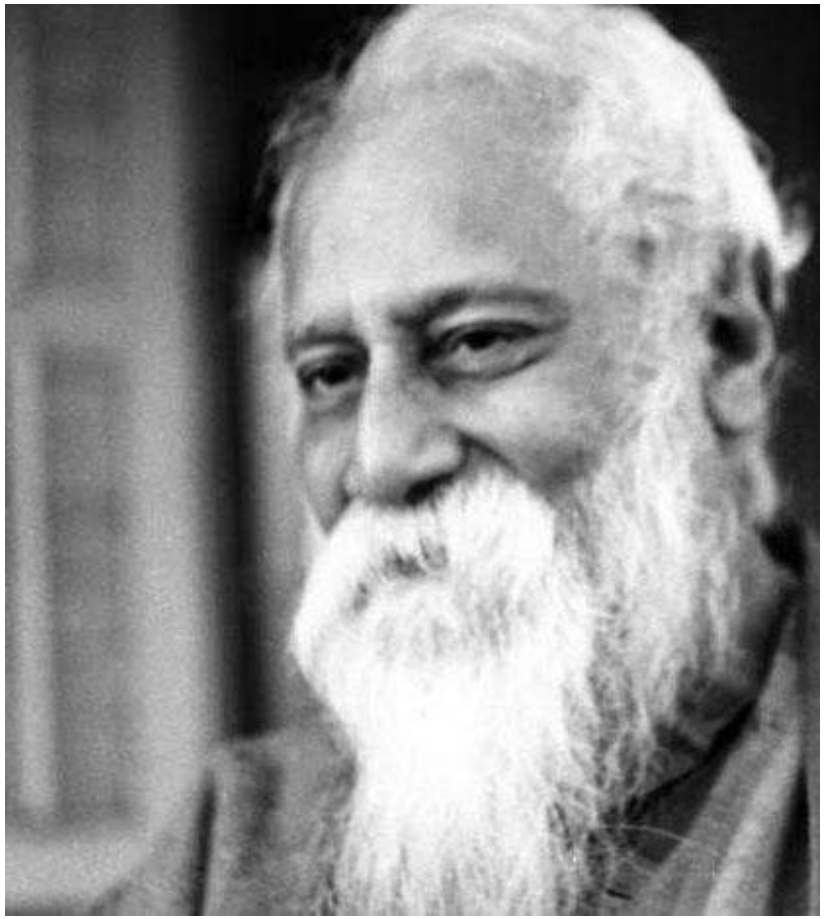

- জন্ম : ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ মে, ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ । কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে।
- মৃত্যু : ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট, ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবা-মা: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সারদা দেবী।

তিনি বাবা-মার চৌদ্দতম সন্তান, অষ্টম পুত্র, তাঁরা মোট পনেরো ভাইবোন ছিলেন ।

পিতামহ : প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ।

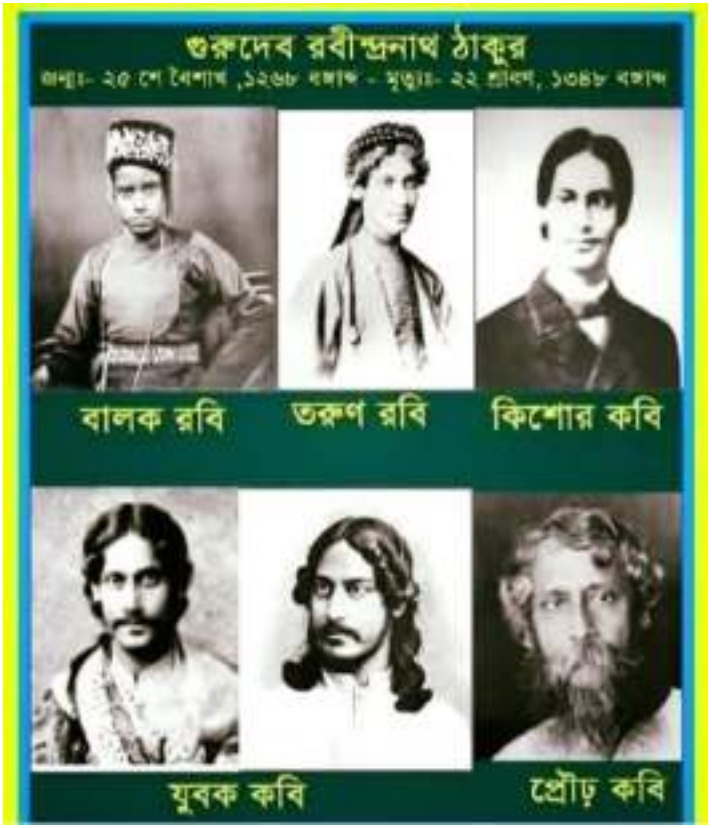

ব্রিটিশ সরকার ৩ জুন, ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথকে **'নাইটহুড' বা 'স্যার'** উপাধি প্রদান করেন।

পরবর্তীতে ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তা বর্জন করেন।

তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সব্যসাচী লেখক। তাঁকে শেলীর সঙ্গে তুলনা করা হয় ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ

তাঁরা খুলনার দক্ষিণডিহি থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ পিরালি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

(মুসলমান পিরের সংস্রবযুক্ত প্রাচীন বঙ্গের ব্রাহ্মণ সমাজ)

ঠাকুর পরিবারের প্রকৃত পদবি : কুশারী ।

তাঁরা ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ জগন্নাথ কুশারি পিরালি ব্রাহ্মণ মেয়ে বিয়ে করলে হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় এবং সমাজচ্যুত করা হয়।

তার ছেলে পঞ্চানন কুশারি ১৮ শতকের শুরুতে খুলনার দক্ষিণডিহি থেকে কলকাতার গোবিন্দপুরে এসে জেলে পাড়ার পুরোহিতের কাজ করা শুরু করেন। ফলে অনেকে ঠাকুর বলে ডাকেন। এছাড়াও ইংরেজদের বাণিজ্য তরীতে দ্রব্য উঠা-নামার কাজ করলে ইংরেজরাও তাকে ঠাকুর বলে ডাকতেন।

তারই উত্তর প্রজন্ম দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজদের কাছ থেকে অর্থের পাশাপাশি **'প্রিন্স'** উপাধি লাভ করেন।

ক্রমান্বয়ে শত বছরের ব্যবধানে **জেলে সম্প্রদায়ের পুরোহিত** থেকে কলকাতার প্রভাবশালী পরিবারে পরিণত হয়।

পারিবারিক জীবন

বিবাহ : ১৮৮৩; ৯ ডিসেম্বর ভবতারিণী দেবী / মৃণালিনী দেবী

শ্বশুরবাড়ি : খুলনার দক্ষিণডিহি ।

প্রথম : মাধুরীলতা

দ্বিতীয়: রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃতীয়: রেণুকা

চতুর্থ: মীরা

পঞ্চম: শমীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপাধি

গুরুদেব উপাধি দেন

- মহাত্মা গান্ধী

কবিগুরু উপাধি দেন

- ক্ষিতিমোহন সেন

বিশ্বকবি উপাধি দেন-

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

'ভারতের মহাকবি' উপাধি দেন -

চীনা কবি চি-সি-লিজন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপাধি

উপাধি	যিনি দিয়েছেন	উপাধি	যিনি দিয়েছেন
জীবন শিল্পী	অন্নদাশঙ্কর রায়	গুরুদেব	মহাত্মাগান্ধী
বিশ্বকবি	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়	ভারতের মহাকবি	চীনা কবি চি সি লিজন
কবিগুরু	ক্ষিতিমোহন সেন	কবি সার্বভৌম	সংস্কৃত কলেজ
পরম গুরু	পুরীর রাজা	ভারত ভাস্কর	ত্রিপুরারাজ

ছদ্মনাম

আন্নাকালী পাকড়াশী

দিকশূন্য ভট্টাচার্য

নবীন কিশোর শর্মন, ষষ্ঠীচরন দেবশর্মা,
বানীবিনোদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমতি কনিষ্ঠা,
শ্রীমতি মধ্যমা, অকপট চন্দ্র।

ভানুসিংহ ঠাকুর

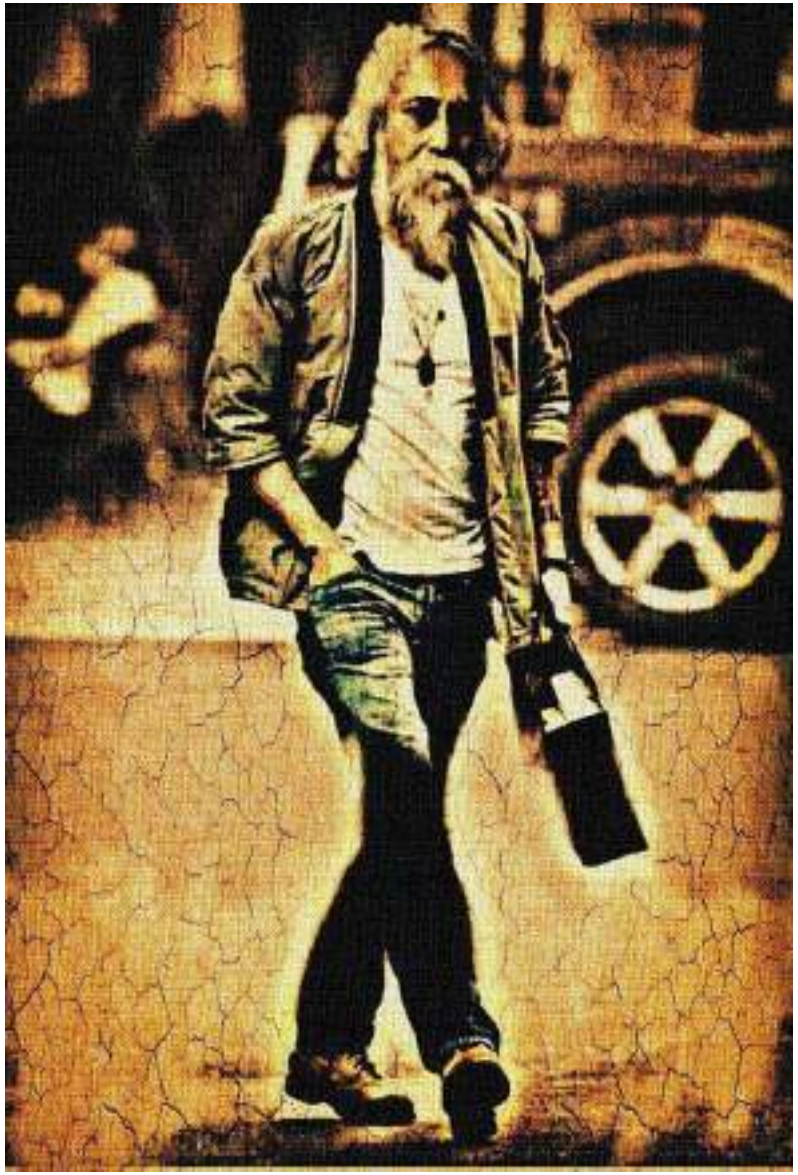

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিভাণ্ডার(বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান)

- কাব্য-৫৬টি
- উপন্যাস-১২টি
- নাটক-২৯টি
- প্রবন্ধ-৩৬টি
- ছোটগল্প-১১৯টি

জাতীয় সংগীত

জাতীয় সংগীত- 'আমার সোনার বাংলা' 'গীতবিতান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

কবিতায় মোট লাইন ২৫টি। সুরকার : রবীন্দ্রনাথ।

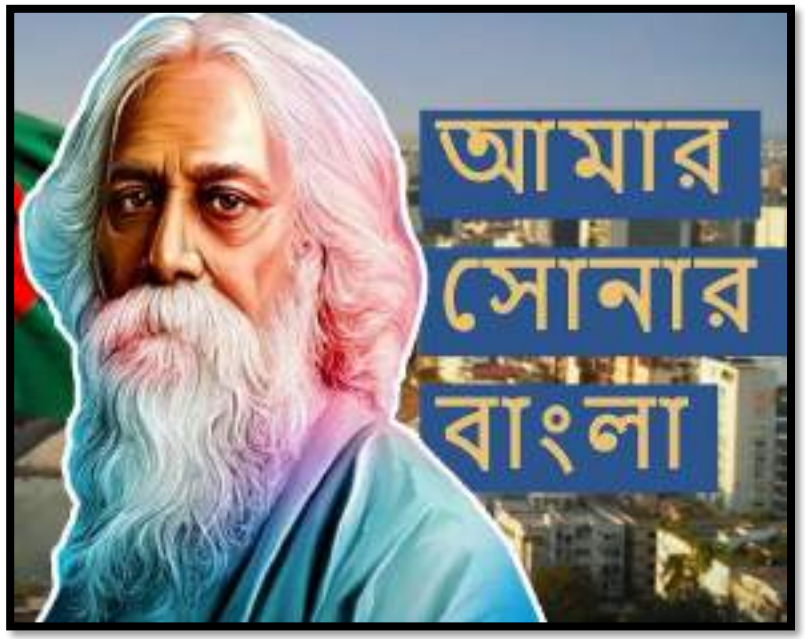

১৯০৫ সালে সঞ্জীবনী ও বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । এর সুর নেয়া হয় বাউল কবি গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তাঁরে' গান থেকে ।

৩ মার্চ ১৯৭১ সালে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে ।

১৯০১ - ব্রহ্মচর্যাশ্রম আবাসিক বিদ্যালয়

১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

রাখিবন্ধন - উৎসবের প্রচলন করেন।

মহাকাব্য?????

আমি নাবব মহাকাব্য- সংরচনে ছিল মনে--
ঠেকল যখন তোমার কাঁকন- কিংকিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়।

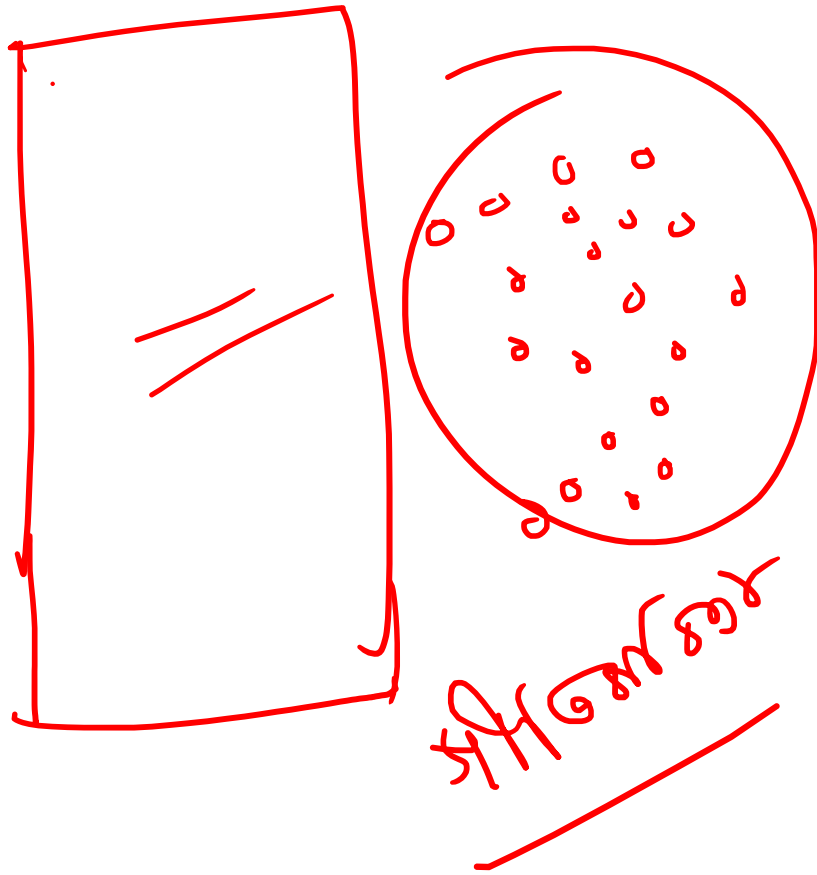

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ: ৫৬টি

কবি কাহিনীর নায়ক **বনফুল** ও নায়িকা **বলাকা।** তাদের কন্যা **শ্যামলী** ও **মহুয়া**, তারা ছোটবোন **নবজাতক** কন্যা **কল্পনার জন্মদিন** পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অনুষ্ঠান সূচিতে প্রভাতে **প্রভাত সংগীত** ও শিল্পীরা **সানাই** বাজিয়ে **সন্ধ্যা সঙ্গীত** ও **শৈশব সংগীত** পরিবেশ করবেন। তাদের বান্ধবী **বীথিকা** ও **সেঁজুতি, কড়ি ও কোমল** নিয়ে **সোনারতরী** নামক **খেয়ায় চিত্রা** নদী পার হয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ: ৫৬টি

রবীন্দ্রনাথের দুই বোন **মানসী ও চৈতালী** রোগ শয্যায় থাকায় তাদের আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে **ক্ষণিকের** জন্য ঈশ্বরকে সবাই স্মরণ করল । রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানের সকল অতিথিকে তাঁর **শেষলেখা, পুনশ্চ ও গীতাঞ্জলি** উপহার দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু **পূরবী ও প্রান্তিক** অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম প্রকাশিত কাব্য

প্রথম প্রকাশিত কবিতা	'হিন্দু মেলার উপহার' (২৫/০২/১৮৭৪): তার মাত্র ১৩ বছর বয়সে কবিতাটি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সূত্র : বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান! 'অভিলাষ' (১৮৭৪): এটি প্রকাশিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় [সূত্র: বাংলাপিডিয়া]। তিনি মাত্র ৮ বছর বয়সে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন।
প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ	কবি-কাহিনী' (১৮৭৮), এটি তাঁর ১৭ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। এ কাব্যের কবিতাগুলো 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম লিখিত কিন্তু ২য় প্রকাশিত কাব্য "বনফুল"
প্রথম অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ	'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাবার সাথে বোলপুরশান্তিনিকেতনে যান এবং সেখানেই বীররসাত্মক এ কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যটি সম্পর্কে তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বিস্তারিত পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য

প্রথম পর্বের কাব্য: বনফুল, কবিকাহিনী, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (ব্রজবুলি ভাষায়), সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল (প্রথম জীবনে বিহারীলালের অনুসারী ছিলেন।)

দ্বিতীয় পর্বের কাব্য: মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা, চৈতালী,কল্পনা, ক্ষণিকা, নৈবদ্য, স্মরণ, খেয়া, কণিকা, কথা, কাহিনী, শিশু, গীতালি, বলাকা (১৯১৬), লিপিকা, গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য, পূরবী (১৯২৫), মহুয়া, বনবাসী, পুনশ্চ (১৯৩২)

শেষজীবনের কাব্য: প্রান্তিক, সেজুঁতি (১৯৩৮), প্রহাসিনী, আকাশ প্রদীপ, বীথিকা, শেষ সপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী, উৎসর্গ, পরিশেষ, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১), শেষ লেখা (১৯৪১)।

প্রথম পর্বের কাব্য

- কবির লেখা প্রথম মুদ্রিত কাহিনীকাব্য ‘বনফুল’।
- তারপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় গীতিকাব্য সংকলন ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', গাথাকাব্য 'ভগ্নহৃদয়’, গীতিনাট্য ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ ও ‘কালমৃগয়া’ এবং নাটক ‘রুদ্রচণ্ড'। এসবই কবির অপরিণত রচনা এবং কুড়ি-একুশ বছরের বয়ঃসীমায় রচিত।
- **‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ থেকে রবীন্দ্রকাব্যসাধনার প্রথম পর্বের সূত্রপাত** এবং ‘প্রভাতসঙ্গীত’, ‘ছবি ও গান’, ‘কড়ি ও কোমল'— এই কয়টি কাব্যের মাধ্যমে তা বিকাশ লাভ করে।
- প্রাথমিক কাব্যসাধনার অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এই পর্বের কাব্যের মধ্যে প্রকাশমান।
- **রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়।** সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে।' এ সময়টাই অপরিণতির অঙ্কুর অবস্থা থেকে কবির প্রতিভা শতদলের প্রথম উন্মেষকাল। ‘সন্ধ্যাসঙ্গীতে গোধূলির বিষাদ, ‘প্রভাতসঙ্গীতে’ নব-জাগরণের আনন্দকাকলি, **‘ছবি ও গানে’ গভীর অনুভূতির সঙ্গে রং ও সুরের খেলা** এবং **‘কড়ি ও কোমলে’ প্রধানত রূপবিহ্বলতার** মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মতর অনুভূতির উন্মেষ কবিমানসের অগ্রগতির স্তরগুলো সূচিত করে।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'

- **'প্রভাতসঙ্গীতের' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'** কবিতাটিতে কবি প্রতিভার **প্রথম নিদ্রাভঙ্গ**।

- আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
  কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান!

  না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ
  জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
  ওরে উথলি উঠেছে বারি,
  ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

কড়ি ও কোমল

- এ কাব্যে কবি **জগত ও জীবনের প্রতি কবি নিবিড় আকর্ষণের** পরিচয় দিয়েছেন।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,

মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

উল্লেখযোগ্য কবিতা: চুম্বন, বাহু, চরণ, মোহ

- **‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থ থেকে দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত।** ‘সোনার তরী’, ‘চিত্রা’, ‘চৈতালি', ‘কল্পনা’, ‘ক্ষণিকা’ প্রভৃতি কাব্য অবলম্বনে এই পর্বের বিকাশ ।
- কবির মনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে এই পর্যায়ে কবিহৃদয়ের রোমান্টিক কল্পনা ও বিশিষ্ট জীবনদর্শন, বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলনাকুতি প্রভৃতি বহু বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে।
- এই পর্বে কবিমনের বিভ্রান্তি বিদূরিত হয়েছে; কবি জগৎ ও জীবনের প্রতি আত্মিক আকর্ষণ উপলব্ধি করেছেন। 'মানসী' প্রেমের কাব্য। রবীন্দ্রনাথের দেহাতীত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় 'মানসী' কাব্যের **‘নিষ্ফল কামনা’** কবিতায় :

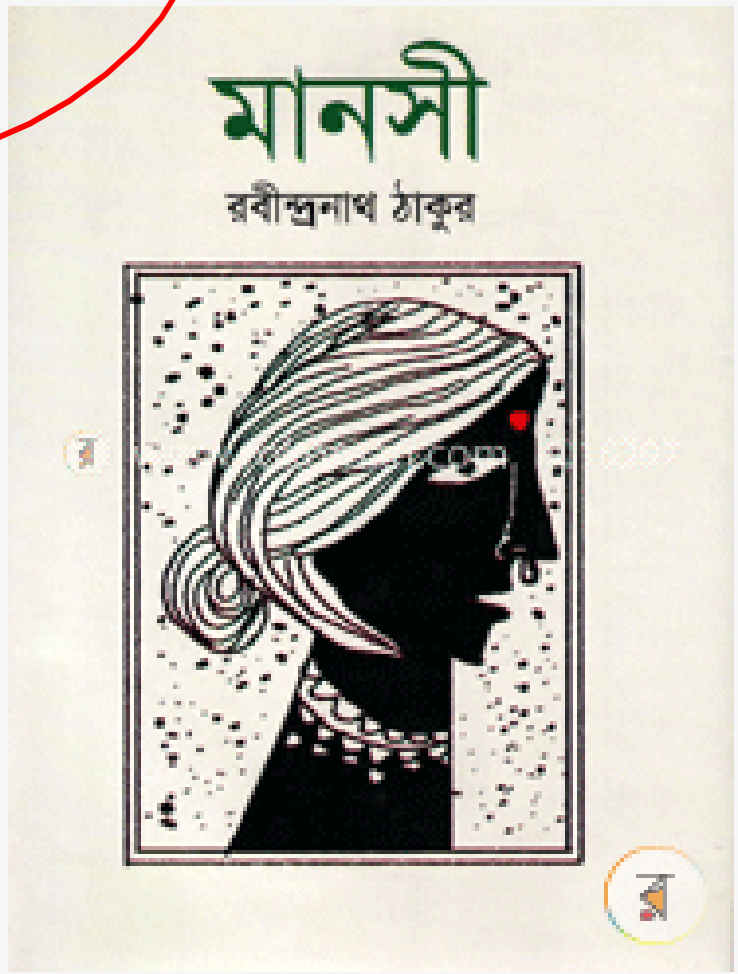

ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী— চেয়ো না তাহারে।

আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের ॥

রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যগ্রন্থকে কেন 'রবীন্দ্র কাব্যের অনুবিশ্ব' বলা হয়?

- রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের সময়ে কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'বাংলা কাব্যের স্বপ্নভঙ্গ: মানসী' প্রবন্ধে প্রথম এ উপাধি দেন।
- 'মানসী' রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলার পূণপ্রতিষ্ঠামূলক কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যগ্রন্থে এসে কবি প্রথমবারের মত রচনা করলেন বিশ্বমানের কবিতা। 'মানসী' তে রবীন্দ্রনাথের নিসর্গজাতীয় কবিতা, প্রেমের কবিতায় অথবা দেশ সম্বন্ধীয় কবিতা এই তিন জাতীয় কবিতাই আছে।
- এ কবিতাগুলোতে যে উদার নিখিল ব্যাপ্তি, যে সুগভীর গাম্ভীর্য, যে সর্বানুভূতি ও বিশ্ববোধ লক্ষ্য করা যায়, এবং তার ফলে এই জাতীয় কবিতাগুলি যে রূপ রস-সমৃদ্ধি লাভ করে তা 'মানসী'র পূর্বের কবিতা গুলোতে পাওয়া যায় না। বিশ্বমানের কবিতার ব্যপক উপস্থিতির জন্যই মূলত মানসী কাব্যগ্রন্থকে 'রবীন্দ্র কাব্যের অনুবিশ্ব' বলা হয়।

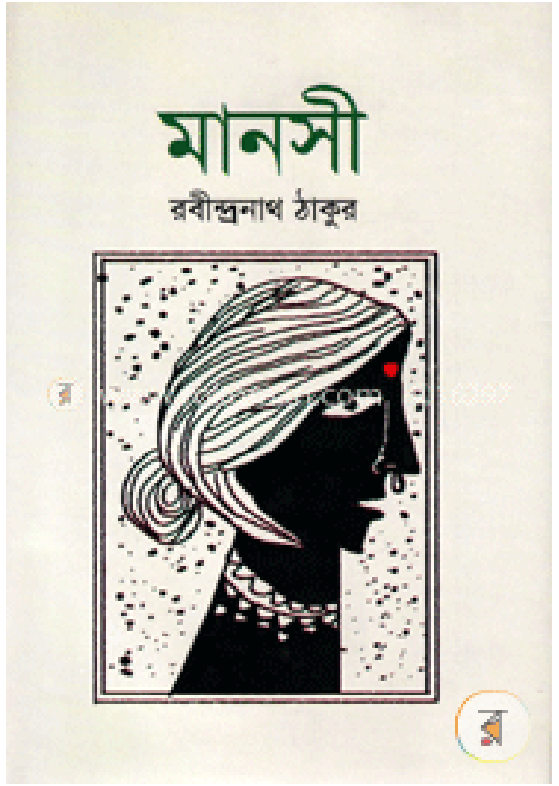

চিত্রা, কল্পনা

- ‘চিত্রা’য় জীবনদেবতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ কবিহৃদয়ের বিচিত্র পরিচয় দান করেছেন।
- 'কল্পনা' কাব্যে কবি অতীতের সৌন্দর্যপ্রীতি ও মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচয় এবং ‘ক্ষণিকা’য় শেষবারের মত জীবনের তুচ্ছ দিকের প্রতি আকর্ষণ দেখিয়েছেন।
- রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার পরবর্তী পর্ব অধ্যাত্মভাবপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা চলে।
- ‘নৈবেদ্য’, ‘খেয়া’, ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতিমাল্য’, ‘গীতালি’ প্রভৃতি এই পর্বের কাব্যগ্রন্থ। তাছাড়া, জগৎ ও জীবনের মাধ্যমে ভগবৎ উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যও এই পর্বের কাব্যে ফুটে উঠেছে। কবি ভগবানকে কোন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট পূজানুষ্ঠান বা রূপধ্যানের মাধ্যমে অনুভব করেন নি, বরং উপলব্ধি করেছেন প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রূপের মধ্যে তাঁর চকিত প্রকাশে।
- তাঁর মুক্তি সংসার পরিত্যাগ করে নয় বলে ‘নৈবেদ্য' কাব্যের ‘মুক্তি’ কবিতায় কবি বলেছেন, **‘বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।'** নৈবেদ্য কাব্যের কবিতার মধ্যে অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য কবির প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল ।

কাব্য সম্পর্কিত প্রথম

- প্রথম প্রকাশিত কবিতা
- হিন্দু মেলার উপহার
- প্রথম লেখা সম্পূর্ণ কাব্য
- বনফুল। (২য় প্রকাশিত)
- প্রথম প্রকাশিত কাব্য
- কবিকাহিনী (১৮৭৮)

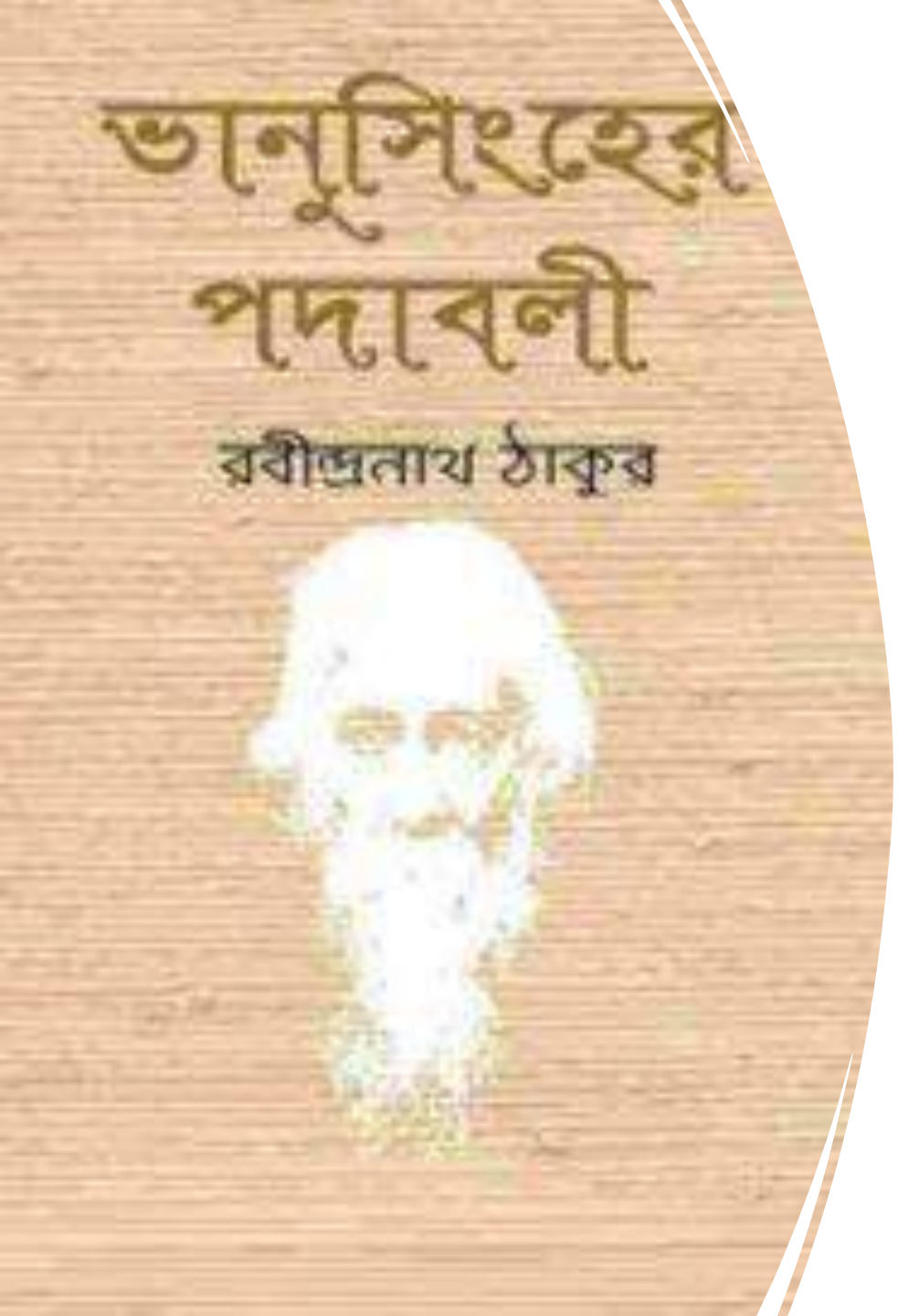

কাব্য সম্পর্কিত তথ্য

- ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী-
- ব্রজবুলী ভাষা
- মানসীকে বলা হয়-
- রবীন্দ্রকাব্যের অনুবিশ্ব

গীতাঞ্জলি

‘গীতাঞ্জলি’ প্রকাশ (১৯১০) খ্রিষ্টাব্দে ।

Song offerings (নভেম্বর, ১৯১২ বিলেত থেকে)।

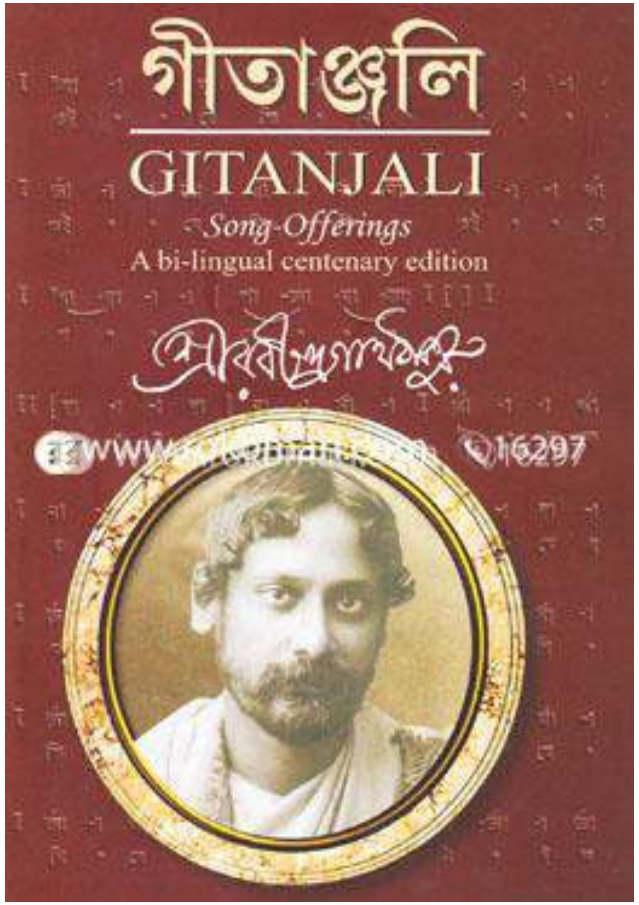

অনুবাদক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভূমিকা লিখেন (W. B. Yeats) এ কাব্যের জন্য (১৯১৩) সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ।

গীতাঞ্জলি	৫৩
গীতিমাল্য	১৬
নৈবেদ্য	১৫
খেয়া	১১
শিশু	০৩
কল্পনা	০১
চৈতালি	০১
উৎসর্গ	০১
স্মরণ	০১
অচলায়তন	০১
মোট	১০৩

গীতাঞ্জলি

- আমরা অনেকেই মনে করি যে গীতাঞ্জলির জন্য কবি নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু কবি মূলত Song Offerings এর জন্য নোবেল পান। Song offerings এ ১০৩ টি কবিতা ছিল যেগুলো নেওয়া হয়েছিল যথাক্রমে-

গীতাঞ্জলি

- বলাকা- গতিবাদের কাব্য। এ কবিতায় কবি যৌবনের জয়গান করেছেন। সবুজের অভিযান, ছবি, শঙ্খ বিখ্যাত কবিতা।

- পূরবী- ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো- বিজয়া

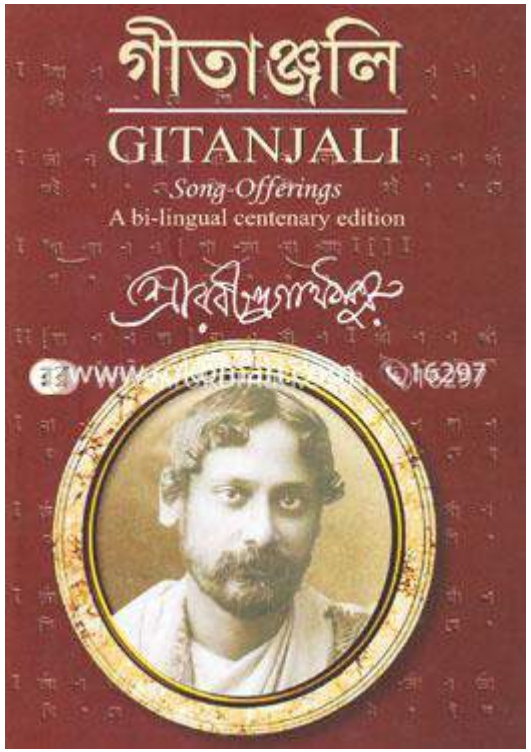

সোনার তরী

জীবন ও কীর্তির ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব।

বিখ্যাত কবিতা সোনার তরী ও নিরুদ্দেশের যাত্রা এ কাব্যগ্রন্থের অনুর্ভুক্ত।

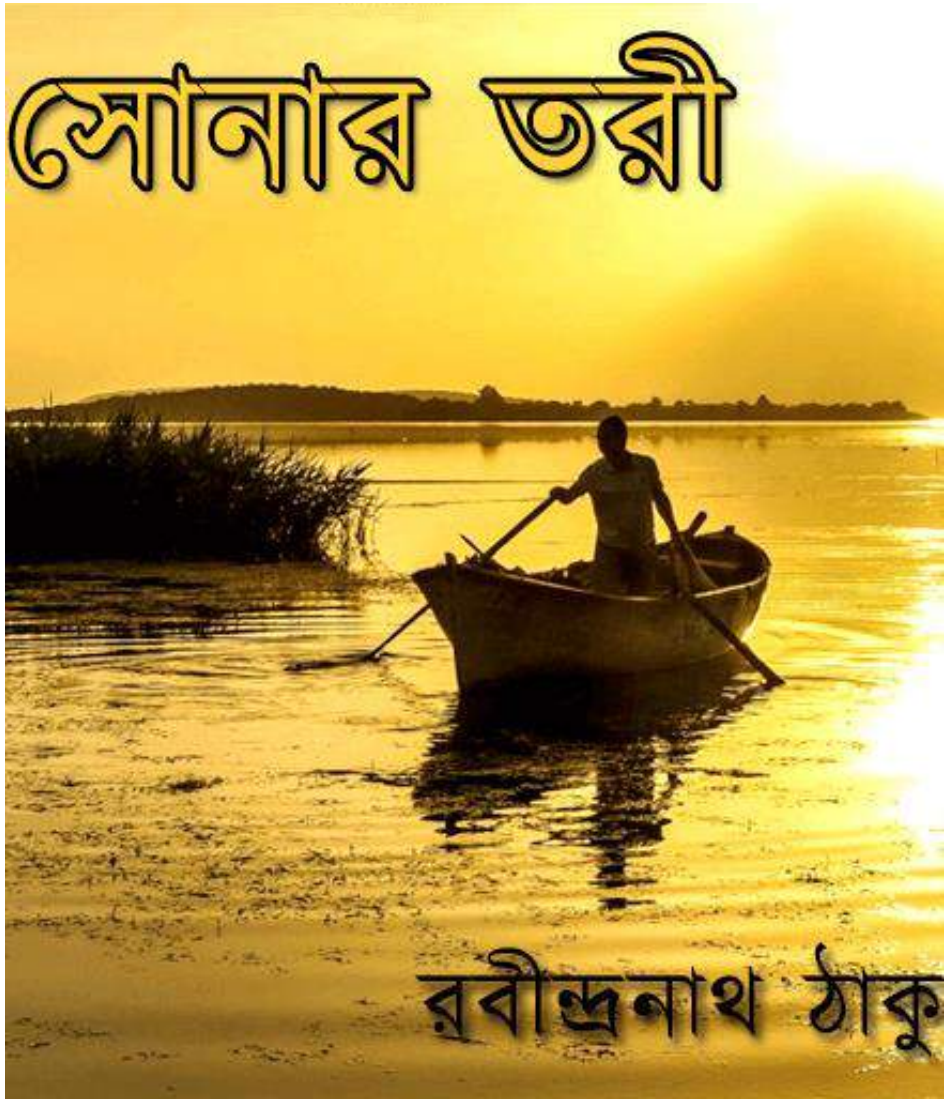

খেয়া-

বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে উৎসর্গ।

পলাতকা

কাব্যে গল্প-কবিতার আকারে তিনি নারীজীবনের সামসময়িক সমস্যাগুলো তুলে ধরেন।

বড় কন্যা মাধবীলতার মৃত্যুর পর তিনি এ কবিতা লিখেন।

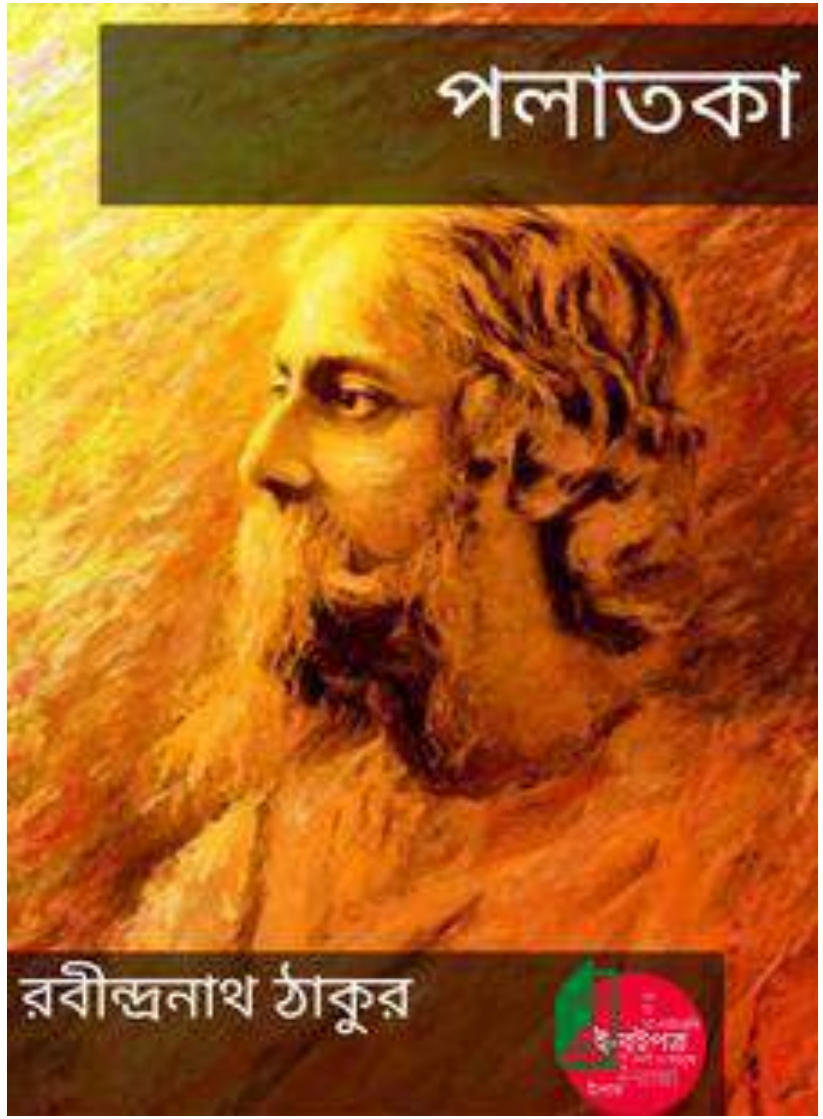

স্মরণ

- স্ত্রীর মৃত্যুকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মরণ কাব্যটি রচনা করেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যে বিভিন্নভাবে মৃত্যুর কথা আসাতে অনেকে মনে করে থাকেন যে এ কাব্যই তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে লেখা। আদতে তা স্ত্রীর মৃত্যুকে উপলক্ষ করে নয়।

- কারণ মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পূর্বেই 'নৈবেদ্য' কাব্য প্রকাশিত হয়। 'নৈবেদ্য' প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে, মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয় ১৯০২।

পূনশ্চ, আকাশ প্রদীপ

পূনশ্চ: এ কাব্য থেকে তিনি গদ্যরীতিতে কবিতা লেখা শুরু করেন। এ কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা **'তীর্থযাত্রী'** টি.এস এলিয়ট এর 'The journey of the Magi' কবিতার অনূদিত রূপ।

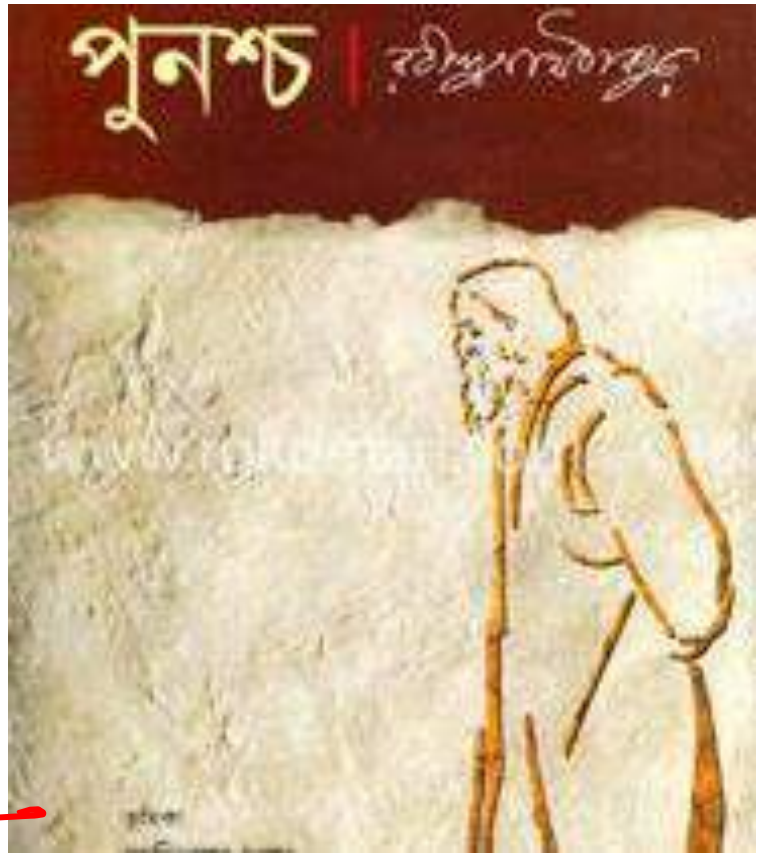

আকাশ প্রদীপ: এ কাব্যের কবিতায় কবির শৈশবস্মৃতি এবং জীবন সায়াহ্নের অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে । এটি উৎসর্গ করেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে।

শেষলেখা

শেষ গ্রন্থ। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

শেষ কবিতা **‘তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি’** মৃত্যুর ৮দিন পূর্বে মৌখিকভাবে রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

করুণা করে আমাকে **বউ ঠাকুরাণীর হাট**' এ পৌঁছে দিও, সেখানে হয়তো **রাজর্ষি** কে খুঁজে পাব, আগামী মাসে তার সাথে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু **নৌকাডুবির** ফলে তার সাথে আমার সমস্ত **যোগাযোগ** বন্ধ হয়ে যায়, আমি এখন তার **চোখের বালি**। আমার **দুইবোন** আর ভাই **গোরা** কে **ঘরে-বাইরে** অনেক খুঁজেছি- পাইনি, অবশেষে জীবনের **চার অধ্যায়** পেরিয়ে **চতুরঙ্গ'র** কষাঘাতে **মালঞ্চে** বসে লিখছি **শেষের কবিতা**।

উপন্যাস

রাজর্ষি

প্রজাপতির নির্বন্ধ

বউ-ঠাকুরাণীর হাট

নৌকাডুবি

ঘরেবাইরে

চতুরঙ্গ

শেষের কবিতা

দুইবোন

চার অধ্যায়

চোখের বালি

গোরা

যোগাযোগ মালঞ্চ

করুণা (অসমাপ্ত উপন্যাস)

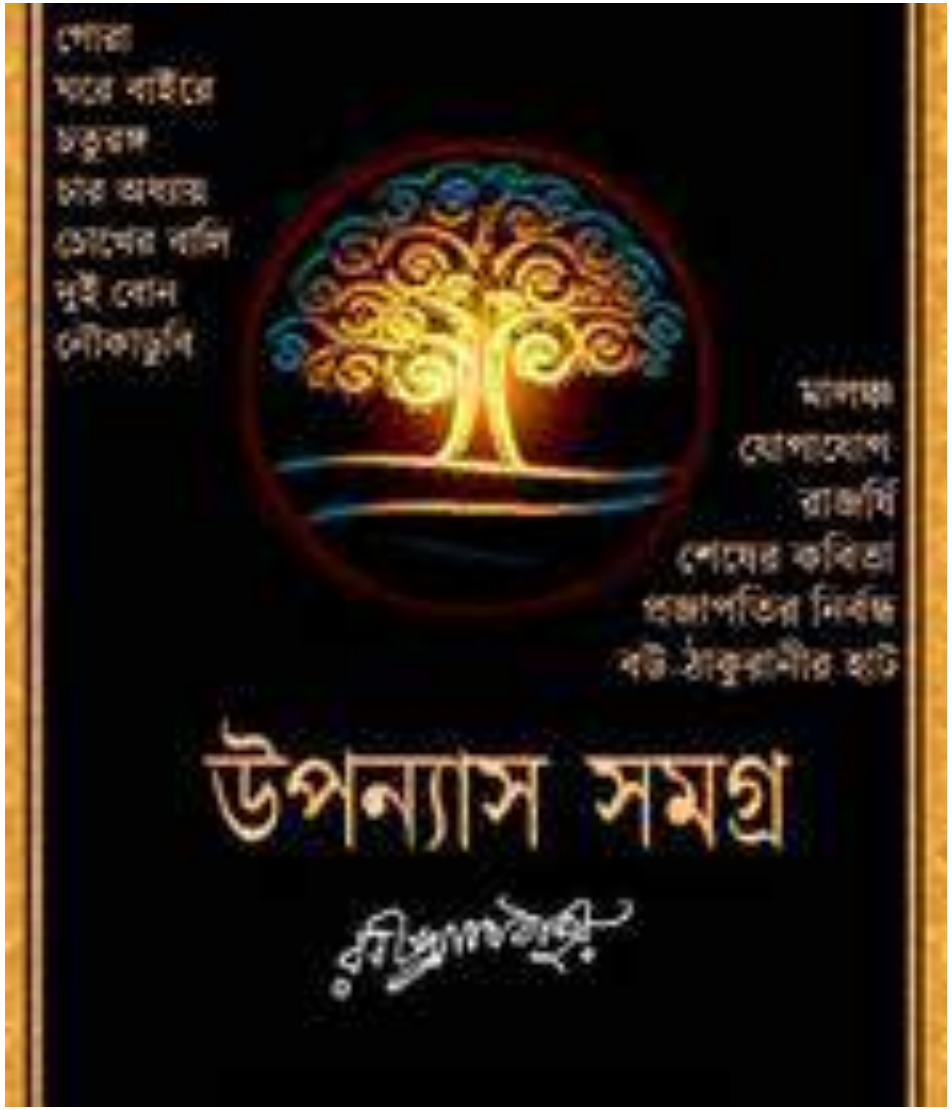

করুণা

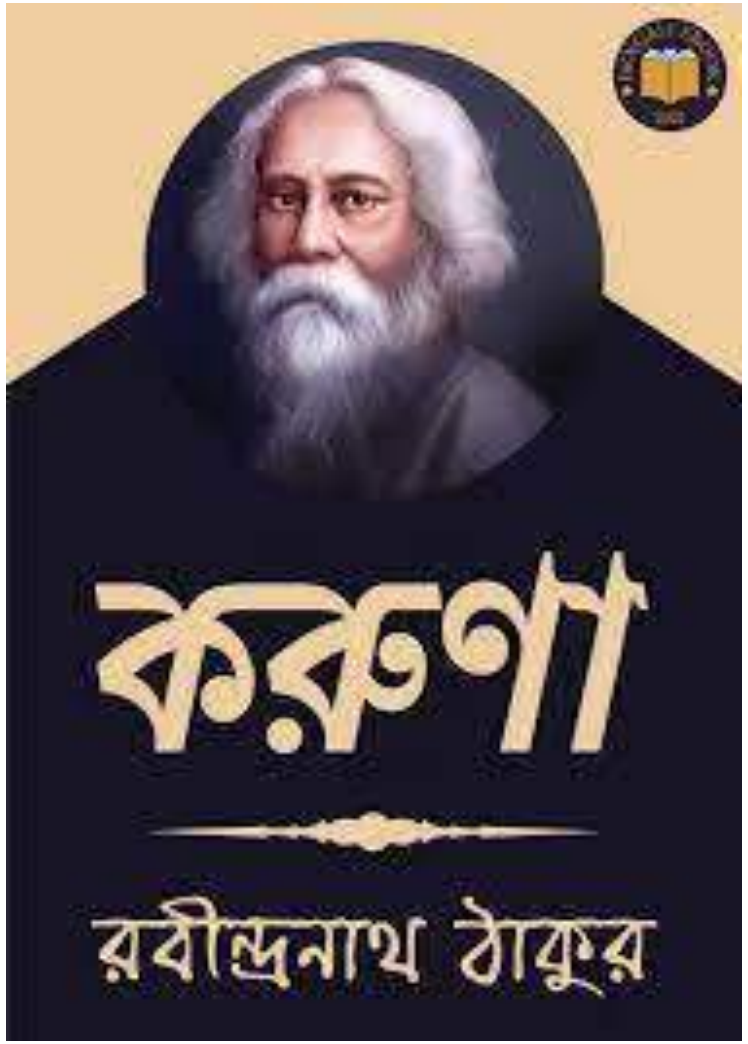

প্রথম লেখা উপন্যাস ‘ভারতী’ পত্রিকায় ১৮৭৭-১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এ উপন্যাসটি ২৭ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লেখা হয়। তবে এটি তাঁর জীবদ্দশায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীতে ‘করুণা’ প্রথম প্রকাশিত হয়।

এটির পরিশেষ হয় নি বলে এটি উপন্যাসের সম্পূর্ণ মর্যাদা পায় নি (অসমাপ্ত উপন্যাস)। **উল্লেখযোগ্য চরিত্র: মহেন্দ্র মোহিনী, রজনী।**

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট

প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস(১৮৮৩)

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ মাতৃবিয়োগের পর বড় বোন সৌদামিনী দেবীর স্নেহে লালিত-পালিত হন। এ সময়কাল সম্পর্কিত কিছু কাহিনী এবং কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের সম্মিলনে তিনি এটি রচনা করেন। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ও বাকলার জমিদার রামচন্দ্রের বিবাদকে উপজীব্য করে রচনা করেন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিকতার ছোঁয়া থাকলেও এসবের সঙ্গে ইতিহাসের সরাসরি কোন সম্পর্ক নাই। **চরিত্র: বসন্ত রায়, উদয়াদিত্য, রামচন্দ্র।** পরবর্তীতে তিনি এর কাহিনী অবলম্বনে 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) নাটকটি রচনা করেন।

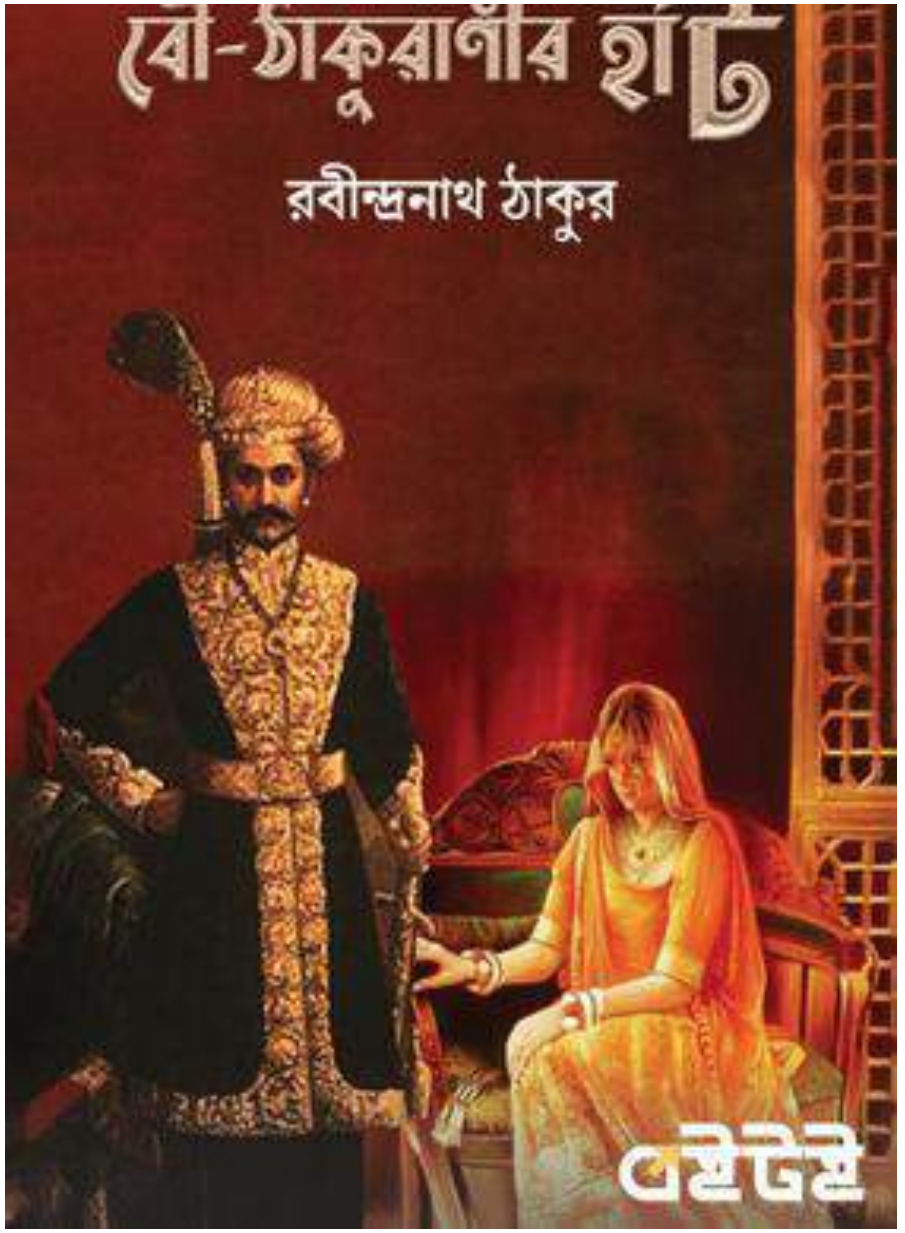

রাজর্ষি

'রাজর্ষি' (১৮৮৭): ত্রিপুরার রাজপরিবারের ইতিহাস নিয়ে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসটি 'বালক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। **এ উপন্যাসের প্রথমাংশ নিয়ে 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটক রচিত হয়।**

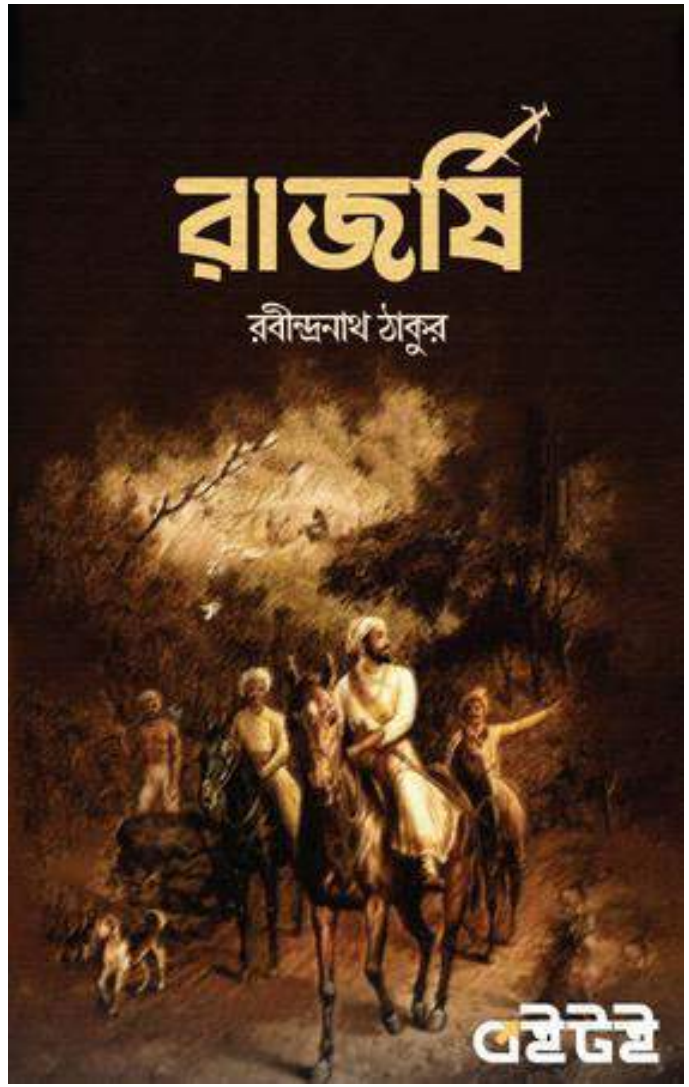

নৌকাডুবি

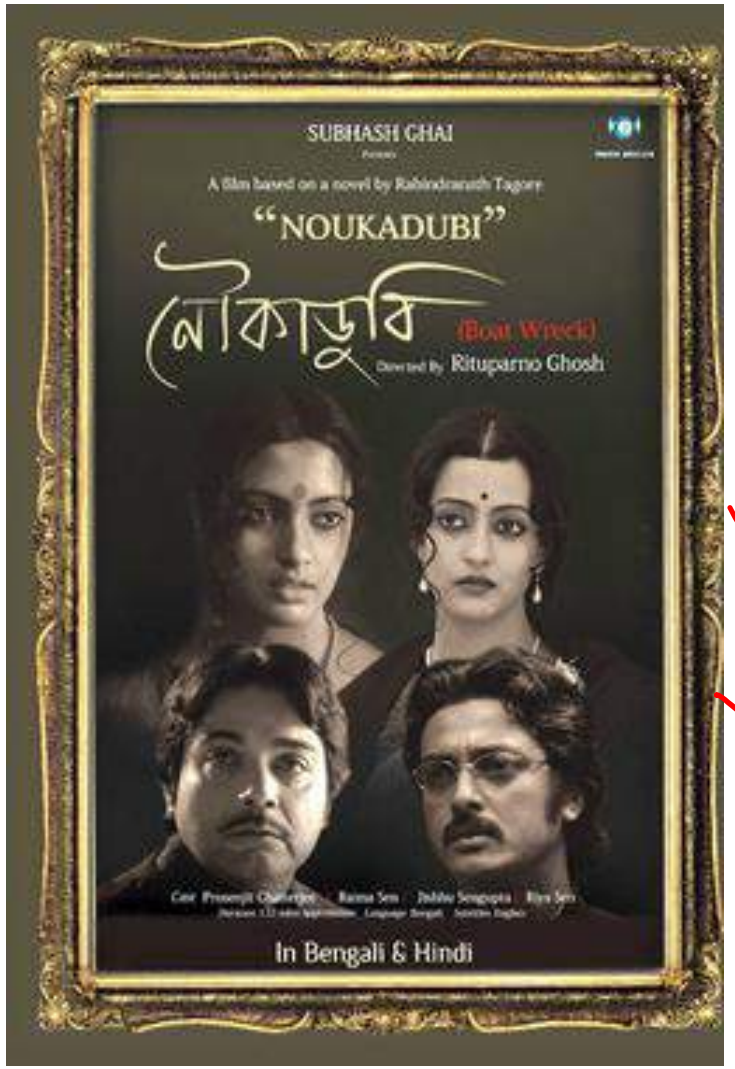

সামাজিক উপন্যাস।

জটিল পারিবারিক সমস্যা।

ছবির গল্পে ফুটে এসেছে নৌকাডুবির এক কাহিনী । যা ঘিরেই পরবর্তিতে মূল কাহিনীর আবর্তন ঘটে । নিজের অমত থাকা সত্তেও , জগতের পারিপাশ্বিকতার কারণে রমেশ বাবার পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় । সদ্য বিয়ে করা স্ত্রীকে নিয়ে নৌকায় করে শহরে যাওয়ার পথে তাদের নৌকাটি ঝড়ের কবলে পড়ে । কিন্তু ঝড়ে নৌকা ডুবে তার স্ত্রী মারা যায় আর একজনের সদ্য বিবাহিত নারীকে নদীর ধারে পড়ে থাকতে দেখে রমেশ মনে করে সেই নারীই তার স্ত্রী । নিজের স্ত্রী মনে করে তাকে নিজ গৃহে নিয়ে আসে রমেশ এবং একই গৃহে বসবাস করতে থাকে কমলা ও রমেশ ।কিন্তু একসময় রমেশের কাছে উদ্ঘাটিত হয় কমলার আসল পরিচয় । রমেশ বুঝতে পারে যে কমলা তার স্ত্রী নয় । তারপর থেকে নানাভাবে ছবির ঘটনার মোড় নিতে থাকে । কমলাকে স্কুলেও ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় । এদিকে হেমনলিনীকে বিয়ের আগে থেকেই ভালোবাসে রমেশ ।কিন্তু যাবতীয় এইসব ঘটনার কারণে সেই সম্পর্কেও চির ধরে । একদিকে কমলার আসল স্বামীর সন্ধান অন্যদিকে কমলা । আর সামনে রমেশের ভালোবাসার মানুষ হেমনলিনী । কি হবে সামনের দিনগুলো রমেশের জানা নেই ।

‘প্রজাপতির নির্বন্ধ'

- এটি হাস্যরসাত্মক উপন্যাস। পরবর্তীতে এর নাট্যরূপ প্রহসন 'চিরকুমার সভা'।

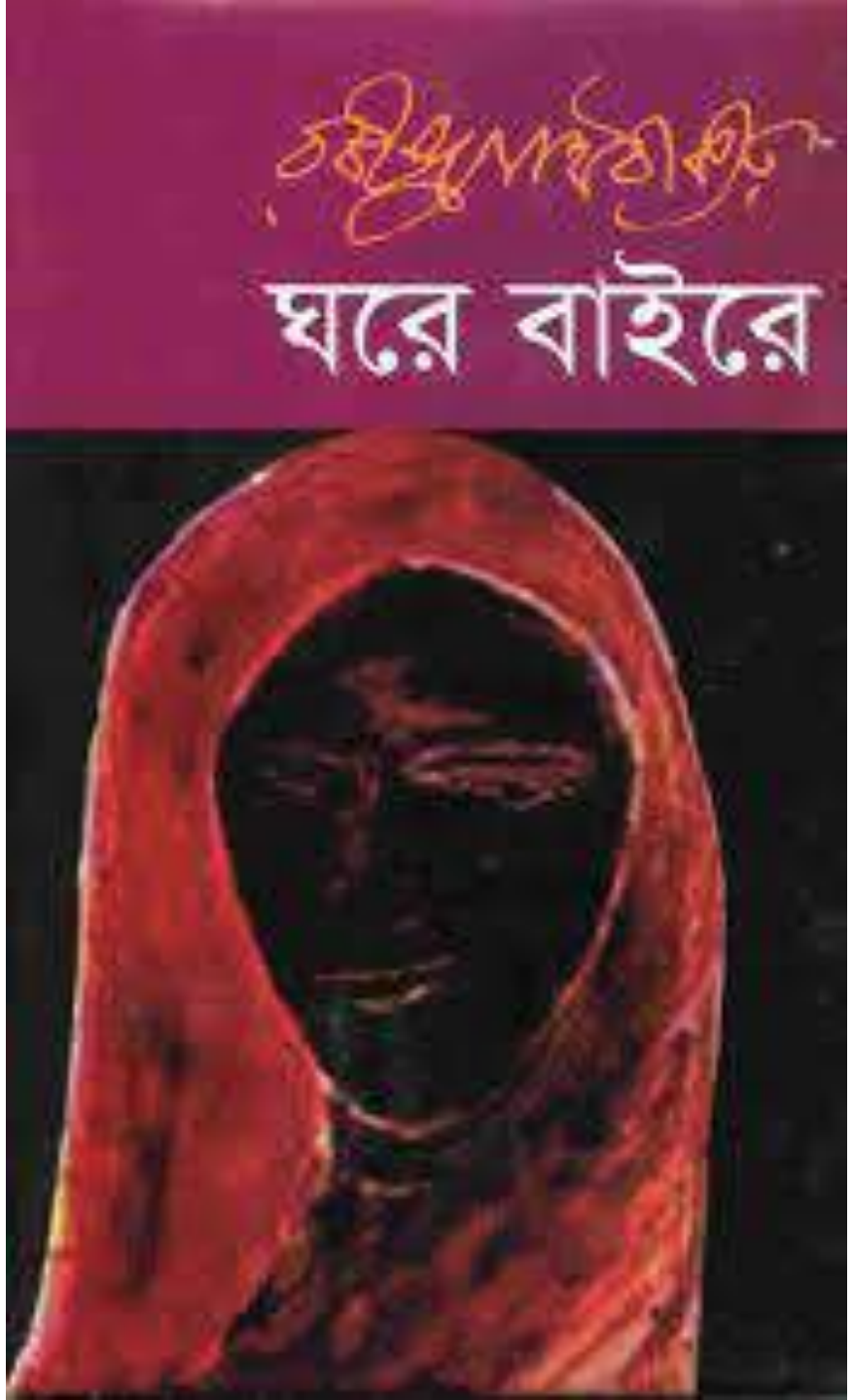

ঘরে বাইরে: উপন্যাসটি স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। এটি কবির চলিত ভাষার রচিত প্রথম উপন্যাস যা সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন উপজীব্য করে লেখা এই উপন্যাসের পরিণতি ট্র্যাজিক

চলিত ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস।

চরিত্র: নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ

চতুরঙ্গ

‘চতুরঙ্গ’ হলো সাধু ভাষায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

এই উপন্যাসটি সাধুভাষায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস। চতুরঙ্গ উপন্যাসের মোট চারটি অঙ্গে লিখিত, যথা— জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী এবং শ্রীবিলাস। উপন্যাসটি ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের বর্ণনাকারী শ্রীবিলাস নামে এক যুবক।

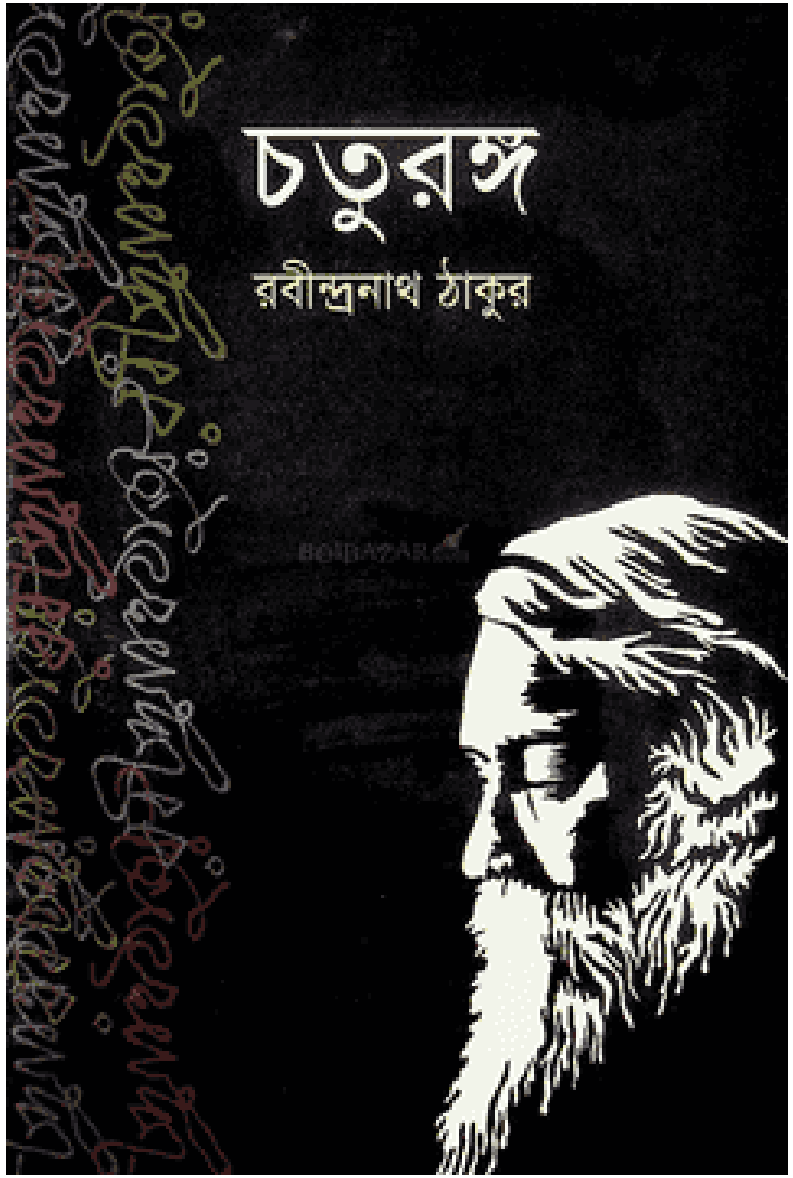

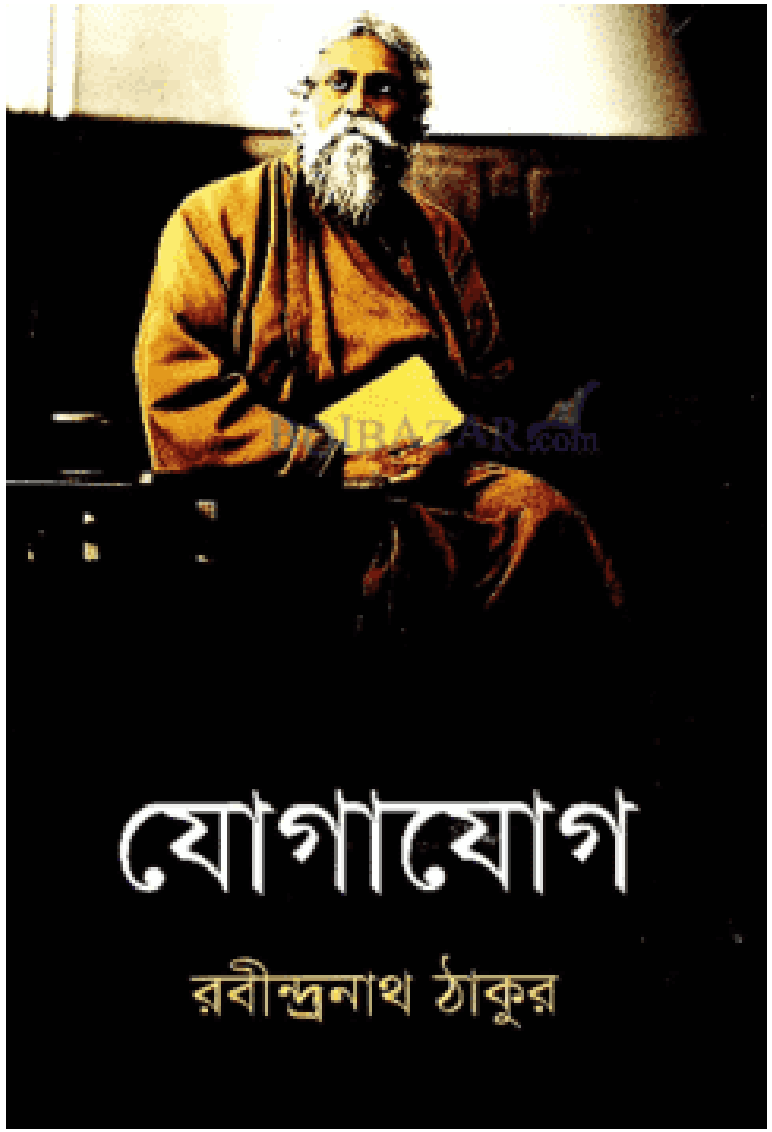

যোগাযোগ উপন্যাস

- সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

- মাসিক 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশকালে এর নাম ছিল 'তিন পুরুষ'। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এর নামকরণ হয় 'যোগাযোগ'। নায়িকা কুমুদিনী ও নায়ক মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের তীব্র বিরোধ এ উপন্যাসের কেন্দ্র। শেষে স্বামীর কাছে কুমুদিনীর দ্বিধান্বিত সমর্পণ।

- চরিত্র: মধুসূদন, কুমুদিনী

দুই বোন ও মালঞ্চ

দুই বোন:উপন্যাসটি ১৯৩২-১৯৩৩ সাল পর্যন্ত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। বড় বোন শর্মিলার স্বামী শশাঙ্কের সাথে ছোট বোন ঊর্মিলার ঘনিষ্ঠতা তাদের জীবনে যে আলোড়ন তুলেছিল, তারই নাটকীয়তার রূপায়ণ এ উপন্যাস। চরিত্র: শর্মিলা, ঊর্মিলা, শশাঙ্ক ।

মালঞ্চ: মৃত্যুপথযাত্রী নারী নীরজা ও তাঁর স্বামী আদিত্যকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের কাহিনী রচিত। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: নীরজা, আদিত্য, সরলা

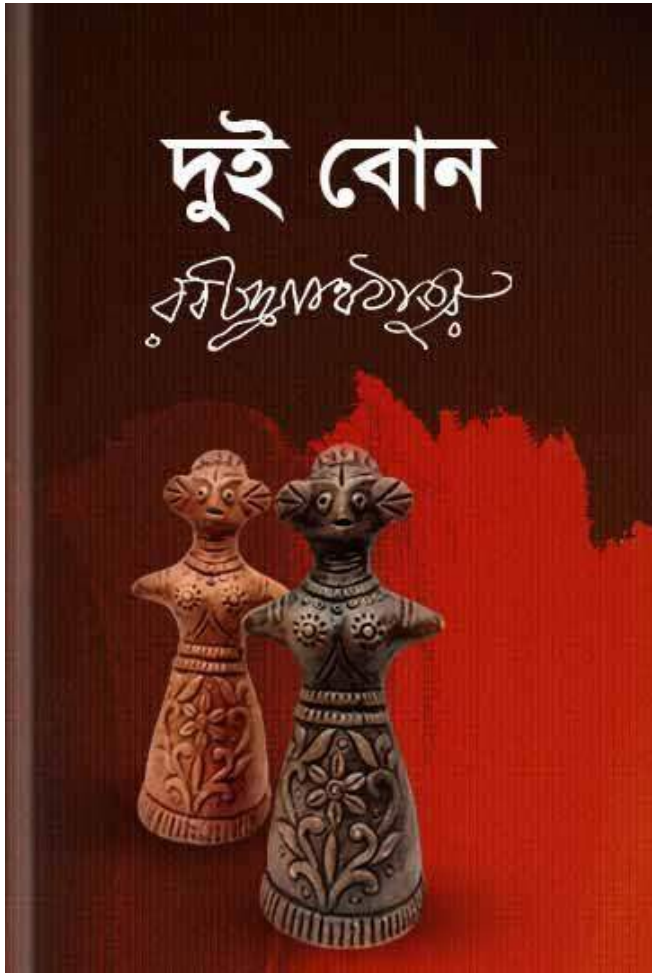

চার অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চার অধ্যায়

- অসহযোগ আন্দোলন পরবর্তীতে বাংলায় নতুন করে যে হিংসাত্মক বিপ্লব প্রচেষ্টা গড়ে উঠেছিল, তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে। সন্ত্রাসবাদের সমালোচনা করে এ উপন্যাসের কাহিনী রচিত।
- **চরিত্র: অতিন, এলা, ইন্দ্রনাথ।**

উপন্যাস

চোখের বালি

বাংলা সাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

সামসময়িক বিধবাদের জীবনের নানা সমস্যা। চরিত্র: আশালতা, মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা।

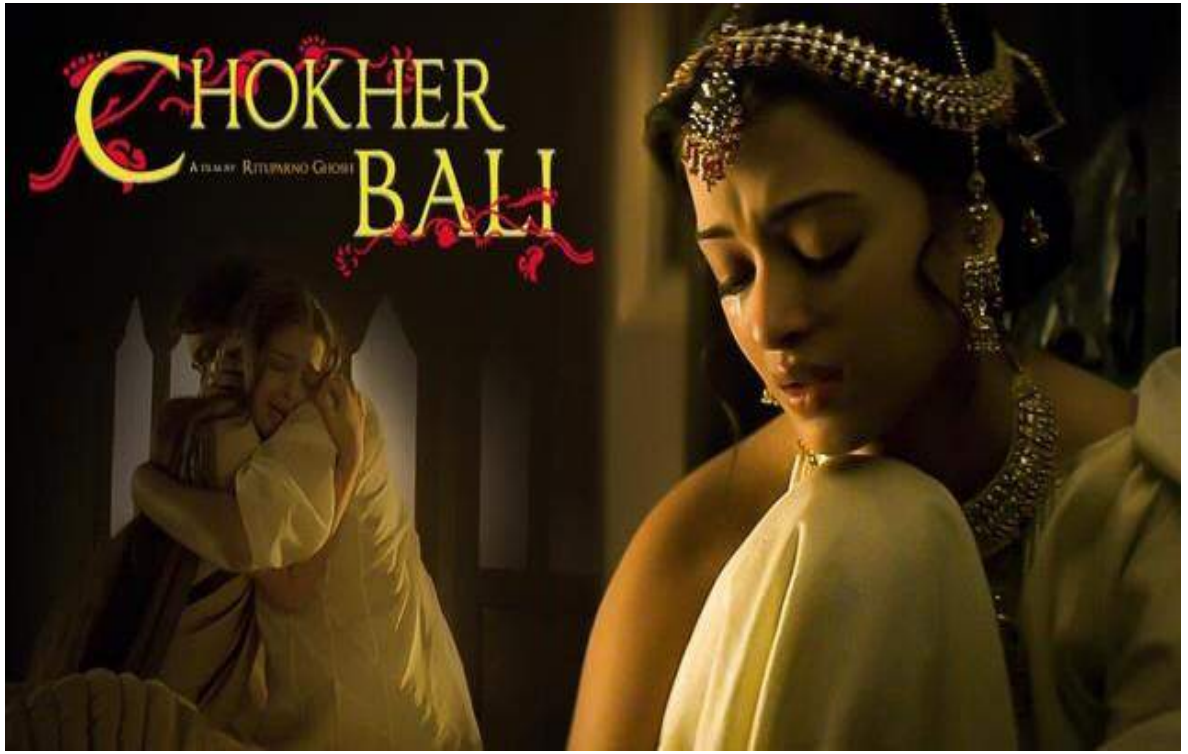

চোখের বালি

টি ৫৫টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। এ উপন্যাসটি প্রথমে ‘বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সমাজ ও যুগযুগান্তরের সংস্কারের সাথে ব্যক্তিজীবনের বিরোধ এ উপন্যাসের মূল সুর। বিনোদিনীর সাথে মহেন্দ্রের বিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও মহেন্দ্রের অনাগ্রহের কারণে অন্যত্র বিয়ে হয় এবং কিছু দিনের মধ্যে বিধবা হয়। শিক্ষিত, মার্জিত বিনোদিনী ঘটনাচক্রে মহেন্দ্রের বাড়িতে আসলে তাকে দেখে মহেন্দ্র মুগ্ধ হয় এবং উপলব্ধি করে সমচেতনা সম্পন্ন জীবনসঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা। সুন্দরী ও কর্মদক্ষ বিনোদিনী তিলে তিলে মহেন্দ্রকে ঘোরায় চড়কির মত। কিন্তু বিনোদিনী সমর্পিত হতে চায় বিহারীর নিকট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে জীবনের সকল কোলাহল এড়িয়ে কাশীর নির্লিপ্ত জীবনে নিক্ষেপ করেন।

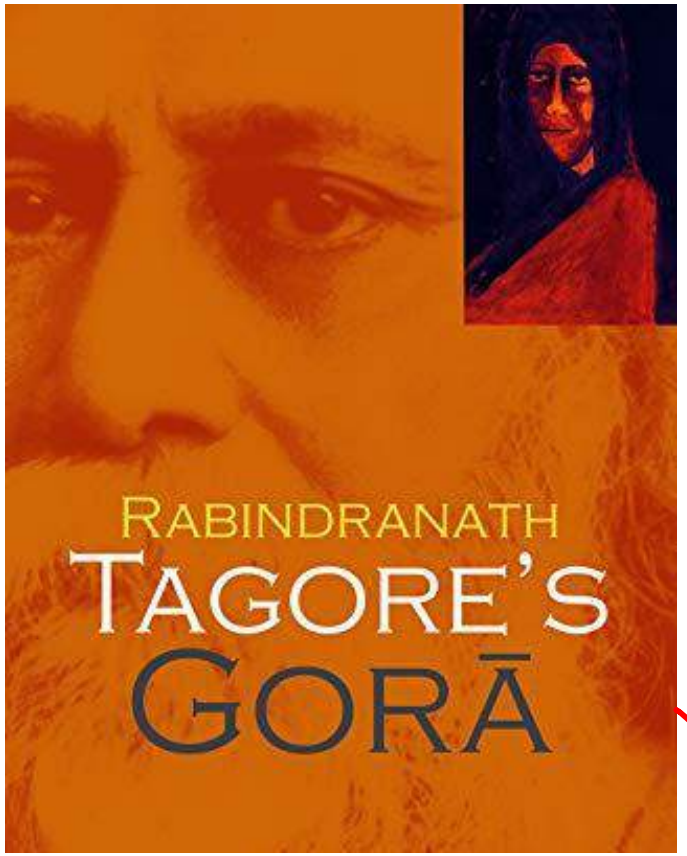

গোরা: (শ্রেষ্ঠ উপন্যাস) সর্ববৃহৎ উপন্যাস

উপন্যাসের নায়ক গোরা সিপাহী বিপ্লবের সময় নিহত আইরিশ দম্পতির সন্তান। পরে সে লালিতপালিত হয় হিন্দু ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ীর কাছে।

গোরা আস্তে আস্তে হিন্দু ধর্মের অন্ধ সমর্থক হয়ে উঠে। সময়ের নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে এক নারীর ভালোবাসা কিভাবে তাকে অন্ধতা ও সংকীর্ণতা থেকে নির্দিষ্ট ধর্মকে অতিক্রম করে মানবতাবাদী আদর্শিক মহাভারতবর্ষের দিকে পৌঁছে, তারই কাহিনী 'গোরা' উপন্যাস। এ উপন্যাসে ব্যক্তির সাথে সমাজের, সমাজের সাথে ধর্মের এবং ধর্মের সাথে সত্যের বিরোধ ও সমন্বয় চিত্রিত হয়েছে।

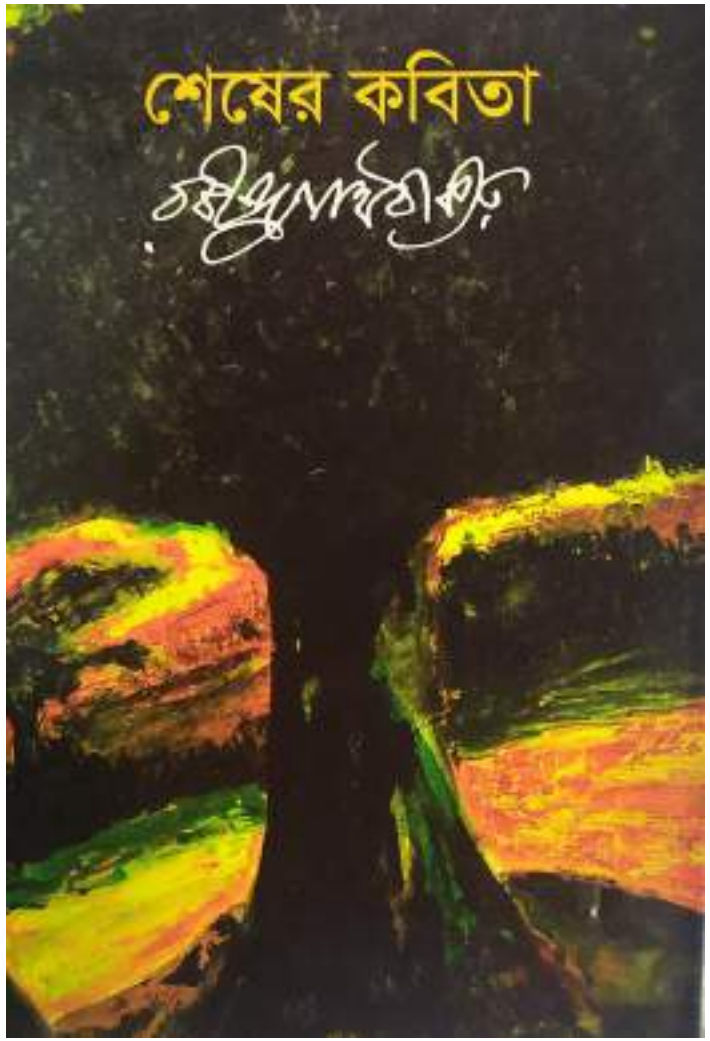

শেষের কবিতা

অমিত রায় ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়েছি। সেখানে কেতকীর সাথে অমিতের প্রেম হয় এবং অমিতের দেয়া আংটিও পরে। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে অমিত শিলংয়ে বেড়াতে গেলে উপন্যাসের মূল নায়িকা লাবণ্যের সাথে পরিচয় থেকে প্রেম হয়। কিন্তু লাবণ্য বুঝতে পারে অমিত রোমান্টিক জগতের স্বপ্নাতুর ব্যক্তি। তবুও তাদের বিয়ে ঠিক হলে উপস্থিত হয় কেতকী। ভেঙ্গে যায় বিয়ে। কেতকীর সাথে অমিতের বিয়ে উপন্যাসকে ভিন্নতর রূপ করেছে। লাবণ্য বিয়ে করে শোভনলালকে। উপন্যাসের কিছু বাক্য আজ প্রবাদের মর্যাদা পেয়েছে। যেমন- ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী। 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও' কবিতার মাধ্যমে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ উপন্যাসে ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ আছে।

চরিত্র: অমিত রায়, লাবণ্য ও কেতকী।

রবীন্দ্র উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র

উপন্যাস	চরিত্র
গোরা	গোরা, সুচরিতা, ললিতা, বিনয়, পরেশবাবু
ঘরে বাইরে	বিমলা, নিখিলেশ, সন্দীপ
চার অধ্যায়	অতীন, ইন্দ্রনাথ, এলা
যোগাযোগ	মধুসূদন, কুমুদিনী,বিপ্রদাস
শেষের কবিতা	অমিত, লাবণ্য, কেতকী, শোভনলাল
চোখের বালি	মহেন্দ্র, বিনোদিনী, আশালতা, বিহারী
নৌকাডুবি	রমেশ, হেমনলিনী, কমলা

নাটক

বাল্মীকি প্রতিভা- প্রথম প্রকাশিত নাটক।

কালের যাত্রা নাটকটি উৎসর্গ করেন শরৎচন্দ্রকে।

তাঁর রচিত ১৩টি নাটকে তিনি অভিনয় করেন।

শ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্য: বিসর্জন।

প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নাটক : রাজা ও রাণী

নাট্য-সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

১। বিসর্জন (১৮৯০): রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ নাটক। এটি একটি ট্র্যাজেডি রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ নিয়ে এটি রচিত হয় । একাধিক মঞ্চায়নে কবি এতে রঘুপতি ও জয়সিংহের ভূমিকার অভিনয় করেন। প্রধান চরিত্র, জয়সিংহ গোবিন্দমানিক্য, অর্পণা, রঘুপতি।

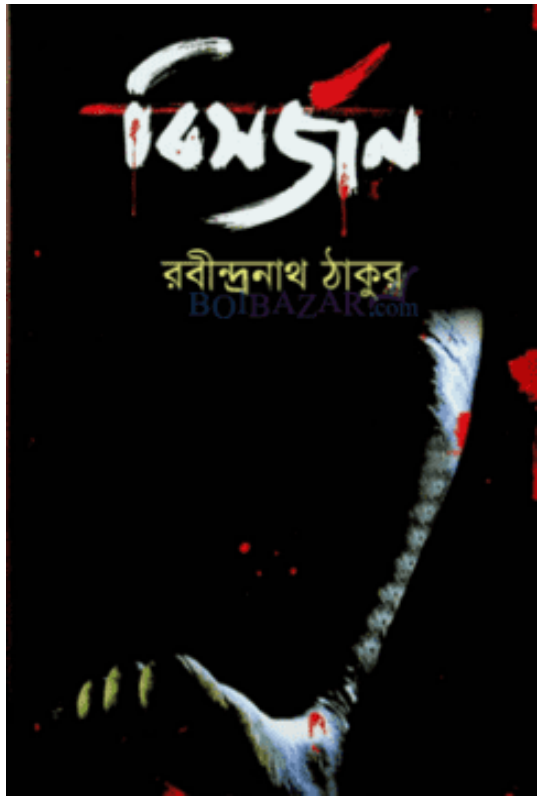

২। রক্তকরবী: ১৯২৬ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সাংকেতিক নাটক। এই নাটকে ধনের উপর ধান্যের, প্রেমের এবং মৃত্যুর উপর জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে। নাটকেও প্রধান চরিত্র নন্দিনী যে, যক্ষপুরীর চেতনাহীন জীবন ধারায় প্রাণের স্পন্দন আনে, নিদ্রিত যক্ষপুরীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে সেখানে সঞ্চার করে সঞ্জীবনী সুধা ।

গীতিনাট্য (গীতিনির্ভর নাটক)

- বাল্মীকি প্রতিভা (প্রথম নাটক)
- বসন্ত
- মায়ার খেলা
- কাল মৃগয়া

কাব্যনাট্য

(সংলাপ কাব্যধর্মী)

- বিসর্জন
- বিদায় অভিশাপ
- মালিনী

কৌতুক নাটক

- গোড়ায় গলদ
- বৈকুণ্ঠের খাতা
- চিরকুমার সভা

সাংকেতিক নাটক

- ডাকঘর
- কালের যাত্রা (শরৎচন্দ্র)
- রাজা
- তাসের দেশ (নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু)

ডাকঘর, তাসের দেশ

- **‘ডাকঘর’ (১৯১১):** এ নাটকের নায়ক অমল ঘরের মধ্যে বন্দী এক রুগ্ন বালক। তার ধারণা, সে একদিন বাইরে যাবে এবং তার নামে রাজার চিঠি আসবে। বিষয়ী লোকেরা তাকে উপহাস করত। কিন্তু একদিন সত্যি সত্যি রাজা এলেন। চরিত্র: অমল।

'তাসের দেশ' (১৯৩৩): রাজপুত্র ও সদাগর পুত্র এক অপরিচিত দ্বীপে এসে পৌঁছেছেন, যে দ্বীপের জীবন শাসিত হয় যান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতায়, যুক্তি ও হৃদয়হীন শাসনতন্ত্রের আনুগত্যে। রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র স্বাধীনভাবে বসবাসের জন্য করলেন বিদ্রোহ, এটাই এ নাটকের মূল বিষয়। এটি রবীন্দ্রনাথ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন।

নৃত্যনাট্য

(বিভিন্ন কাহিনি অবলম্বনে নৃত্য নির্মিত হয়)

- নটীর পূজা
- চিত্রাঙ্গদা
- চণ্ডালিকা
- শ্যামা

- **'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২):** মনিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের পৌরাণিক প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত এ নাটক। এটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

- **'নটীর পূজা' (১৯২৬):** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত পূজারিণী কবিতাটির আখ্যান অবলম্বনে এ নাটকটি রচনা করেন। এ নাটকে প্রথম অভিনয়ের সাথে নাচ ও গানের প্রয়োগ ঘটে।

- **'চন্ডালিকা' (১৯৩৩):** 'প্রকৃতি' একজন চণ্ডালী কন্যা। সে কিভাবে তার মায়ের সাহায্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে প্রলোভিত করেছিল, সেই কাহিনীই এর মূল বিষয়। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ যেমন এর প্রধান সুর তেমনি আছে সংরাগের প্রকাশ ও সংযমের সুষমা।

নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র

নাটক	চরিত্র
রক্তকরবী	নন্দিনী, কিশোর, রঞ্জন, রাজা
রাজা ও রাণী	বিক্রম, সুমিত্রা
ডাকঘর	অমল, ঠাকুরদা, সুধা
বিসর্জন	রঘুপতি, জয়সিংহ, অর্পণা
অচলায়তন	আদিনপুণ্য, পঞ্চক
বাল্মীকি প্রতিভা	ঋষি বাল্মিকী, লক্ষ্মী, সরস্বতী
বৈকুণ্ঠের খাতা	বৈকুণ্ঠ, অবিনাশ, কেদার

রবীন্দ্রনাথ এর প্রবন্ধ

'কালান্তর' (১৯৩৭): এটি ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক সমস্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন।

'পঞ্চভূত' (১৮৯৭): এ প্রবন্ধগুলি 'সাধনা' পত্রিকায় 'পঞ্চভূতের ডায়রি' নামে প্রকাশিত হতো। পত্রিকায় প্রকাশের সময় লেখকের নাম ছাপা হতো 'লেখক ভূতনাথ বাবু'।

'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩), 'বিচিত্রপ্রবন্ধ' (১৯০৭), 'সাহিত্য' (১৯০৭), 'শিক্ষা' (১৯০৮), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩), 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১)।

সভ্যতার সংকট: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশেষ গদ্যরচনা 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১)। এ ক্ষুদ্র কিন্তু অসামান্য প্রবন্ধে **ইউরোপীয় সভ্যতা ও ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের তীব্র সমালোচনা** ও মানবতার প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশিত। **'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ'** উক্তিটি তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

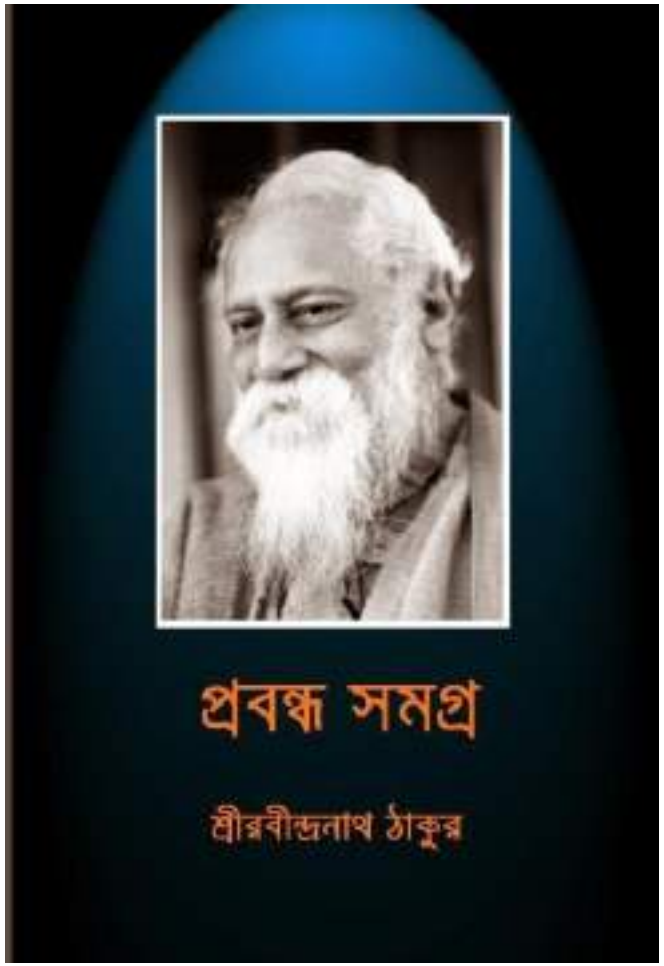

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র সাহিত্য

রাশিয়ার চিঠিগুলো ছিল একরকম **ছিন্নপত্র**।

- রাশিয়ার চিঠি
- ছিন্নপত্র (১৫৩, ৮টা শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বাকিগুলো ইন্দিরা দেবিকে লিখেছেন)
- ভানুসিংহের পত্রাবলী: রানু অধিকারীকে লেখেন

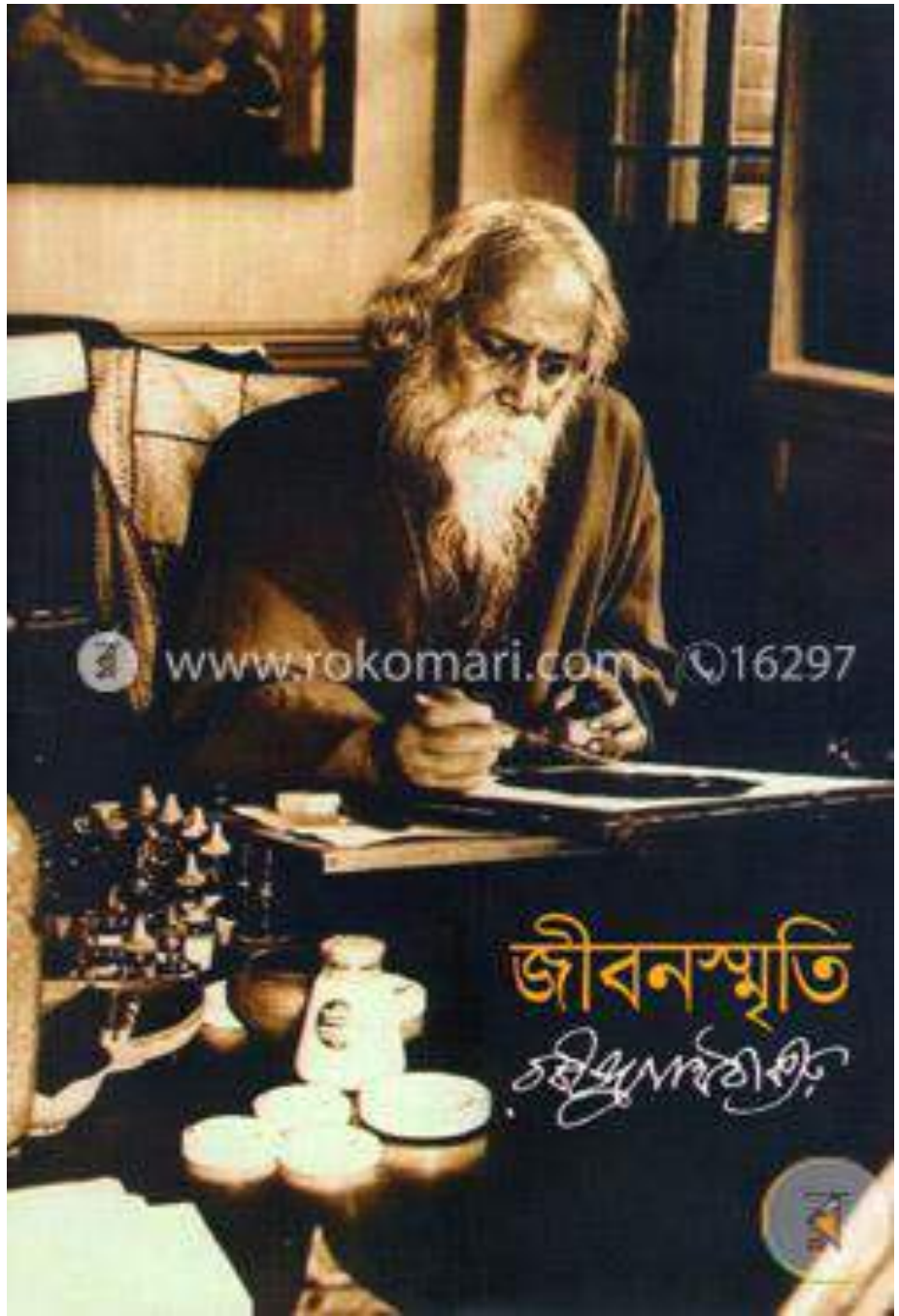

আত্মজীবনী

- জীবনস্মৃতি (বাল্যকাল-২৫ বছর)
- ছেলেবেলা
- আত্মপরিচয়

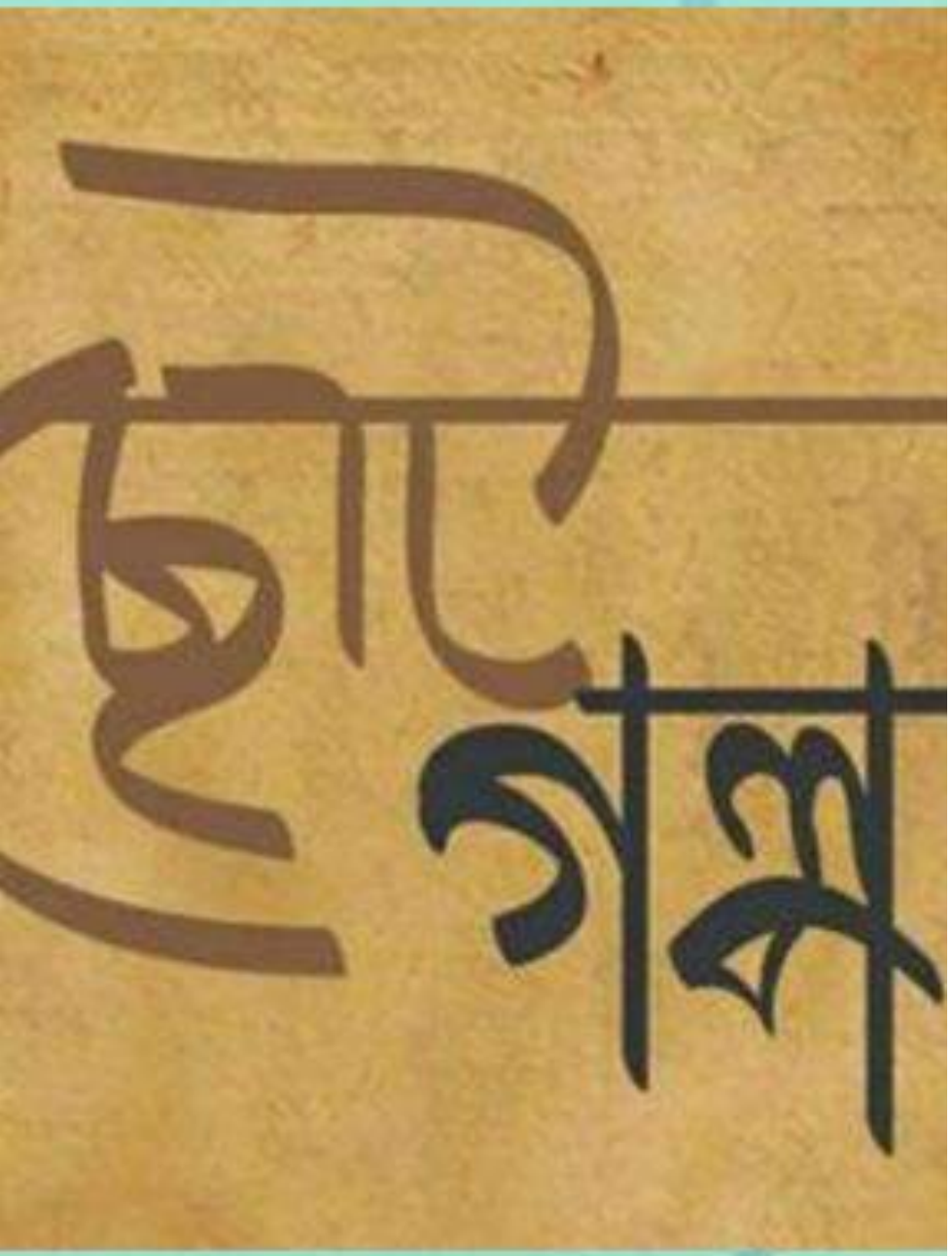

ছোটগল্প

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি, প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু -চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ননার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে , সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইলো না শেষ।
-[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

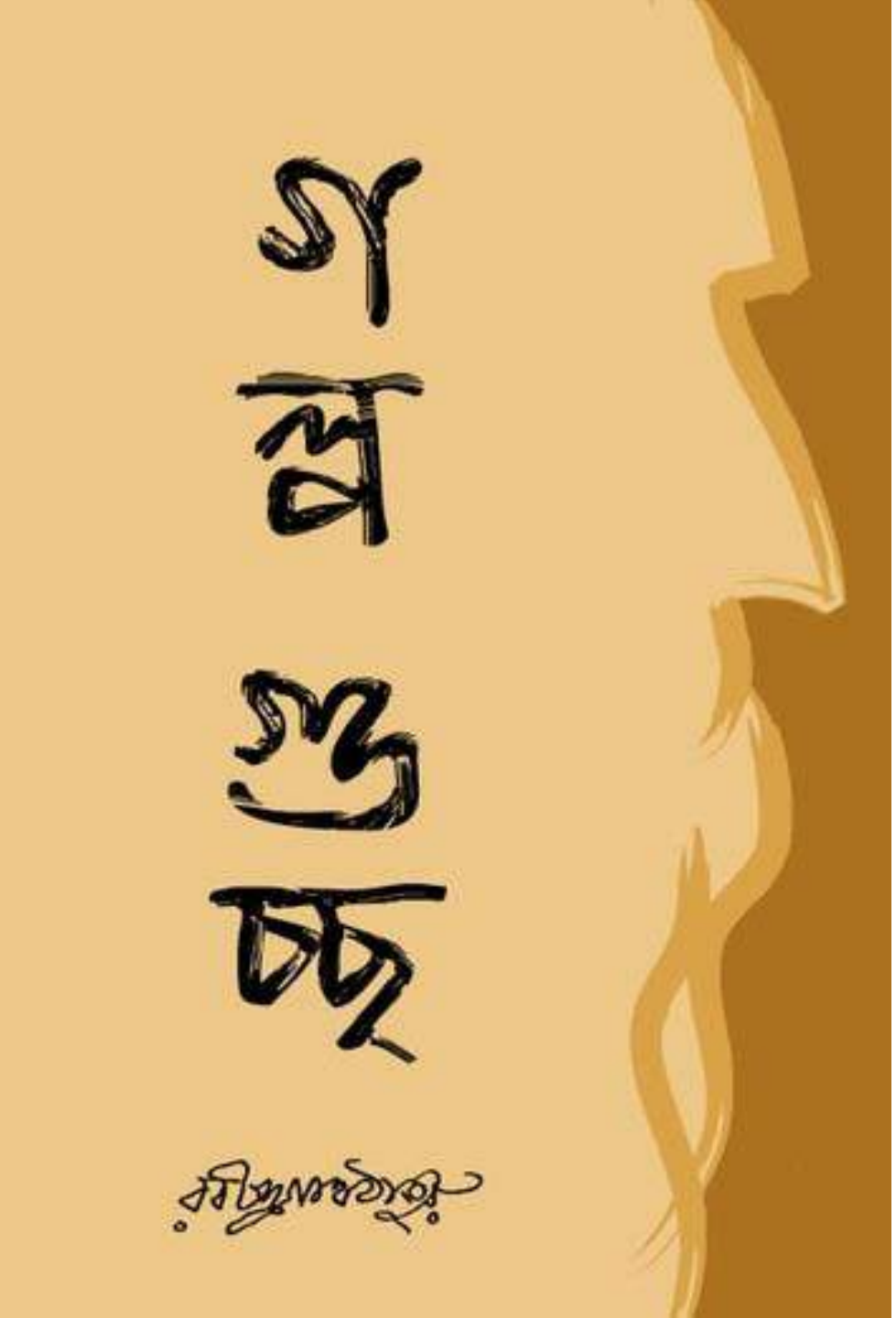

ছোটগল্প

ছোটগল্পের জনক

বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প-

ভিখারিণী।

সার্থক ছোটগল্প-

দেনা-পাওনা

চলিত ভাষায় রচিত প্রথম ছোটগল্প:

পয়লা নম্বর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- বাংলা ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্প 'ভিখারিনী' এবং সর্বশেষ ছোটগল্প 'ল্যাবরেটরি'।
- প্রেমের গল্প – একরাত্রি, সমাপ্তি, শেষ রাত্রি, মাল্যদান, নষ্টনীড়, প্রায়শ্চিত্ত।
- সামাজিক গল্প – হৈমন্তী, ছুটি, মেঘ ও রৌদ্র, দেনা-পাওনা, ব্যবধান, কাবুলিওয়ালা, পোস্টমাস্টার।
- অতি প্রাকৃত গল্প – ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, কঙ্কাল, গুপ্তধন
- প্রকৃতি ও মানব সম্পর্কিত গল্প - শুভা, অতিথি, আপদ।

ছোটগল্পের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র

ছোটগল্প	চরিত্র
নষ্টনীড়	চারুলতা, অমল, চারুলতার স্বামী-ভূপতি
সমাপ্তি	মৃন্ময়ী
দেনাপাওনা	নিরুপমা, রামসুন্দর
পোস্টমাস্টার	রতন, পোস্টমাস্টার
কাবুলিওয়ালা	মিনি, রহমত, খুকী
মেঘ ও রৌদ্র	গিরিবালা, শশিভূষণ
অতিথি	তারাপদ ।
আপদ	নীলকান্ত
স্ত্রীরপত্র	মৃণাল ।
শাস্তি	দুখিরাম, রাধা, চন্দরা, ছিদাম
জীবিত ও মৃত	কাদম্বিনী ।
একরাত্রি	সুরবালা, রামলোচন, স্কুল মাস্টার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদিত পত্রিকা

- ভারতী
- বঙ্গদর্শন
- সাধনা
- তত্ত্ববোধিনী
- ভান্ডার

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত স্থান

- **দক্ষিণডিহি:** খুলনার জেলার একটি গ্রাম। রবীন্দ্রনাথের মা সারদাসুন্দরী দেবী এবং রবি ঠাকুরের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী এই গ্রামের মেয়ে। রবি ঠাকুর ও মৃণালিনী দেবীর বিয়ে হয়েছিল এই গ্রামে।
- **শিলাইদহ:** কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার একটি গ্রাম। এখানেই কবি 'সোনার তরী' কাব্য রচনা করেন। ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম শিলাইদহে আসেন। ১৯০১ সালে শিলাইদহ ছেড়ে শান্তি নিকেতনে উঠেন।
- **শাহজাদপুর:** এটি সিরাজগঞ্জ জেলার একটি থানা। ১৮৯০ সালে জমিদারী পরিদর্শনে কবি শাহজাদপুরে আসেন।
- **পতিসর:** নওগাঁ জেলার একটি গ্রাম। ১৮৯০ সালে প্রথম পতিসরে আসেন। ১৯৩৭ সালে শেষবার পতিসর পরিদর্শন করেন।
- **কালিগ্রাম:** নওগাঁয় অবস্থিত একটি গ্রাম। ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম এই গ্রামে আসেন।

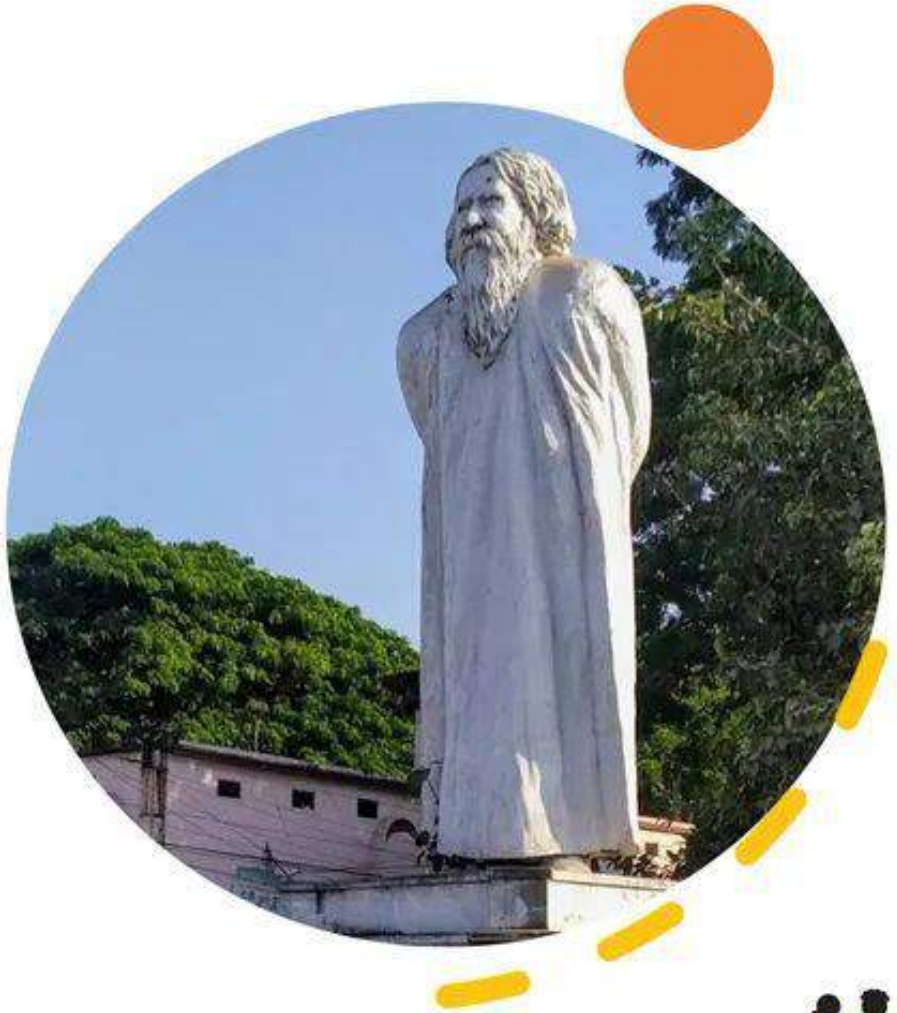

P2A

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিভিন্ন ব্যক্তিকে উৎসর্গীকৃত গ্রন্থ

কাজী নজরুল ইসলাম **বসন্ত** কালে আর্জেন্টিনার কবি **ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে** **পূরবী** মনে করে তাকে আনার জন্য নেতাজি **সুভাষচন্দ্র বসুকে** **তাসের দেশে** পাঠালেন। কিন্তু বিজ্ঞানী **জগদীশচন্দ্র বসু** **খেয়া** পার করতে গিয়ে রবী ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভগ্নি **সৌদামিনী দেবীর বৌ ঠাকুরানীর হাটে** নিয়ে গেলেন। এদিকে **সুধীন্দ্রনাথ দত্ত** **আকাশ প্রদীপ** জ্বালানোর কারণে **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের** **কালের যাত্রায়** তারা বেঁচে গেল।

- ১১ জৈষ্ঠ্য, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ ।
- ২৪ শে মে, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ।
- পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে।
- পিতা : কাজী ফকির আহমেদ মাতা: জাহেদা খাতুন

১২ ভাদ্র, ১৩৮৩, ২৯ আগস্ট ১৯৭৬

ছদ্মনাম

ধূমকেতু

কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম

দুখু মিয়া, নূরু, নজর আলী,

তারা খ্যাপা, হৈ হৈ কাজী,

ব্যাঙাচি

কাজী নজরুল ইসলাম

১২ বছর বয়সে তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন।

১৯১৭ সালে সেনাবাহিনীর ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগদান করে করাচি যান এবং ১৯২০ সালে চাকরি ছেড়ে দেন ।

লেটো গান- (বাংলার রাঢ় অঞ্চলের কবিতা, গান ও নৃত্যের মিশ্র আঙ্গিক চর্চার ভ্রাম্যমান নাট্যদল)

পিক্স ডিজিজ রোগ

১৯৪২ সালের ৯ জুলাই ‘পিক্স ডিজিজ’ নামক নিউরণঘটিত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে ক্রমশ চিরতরে বাকশক্তি হারান।

এক পর্যায়ে মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেন।

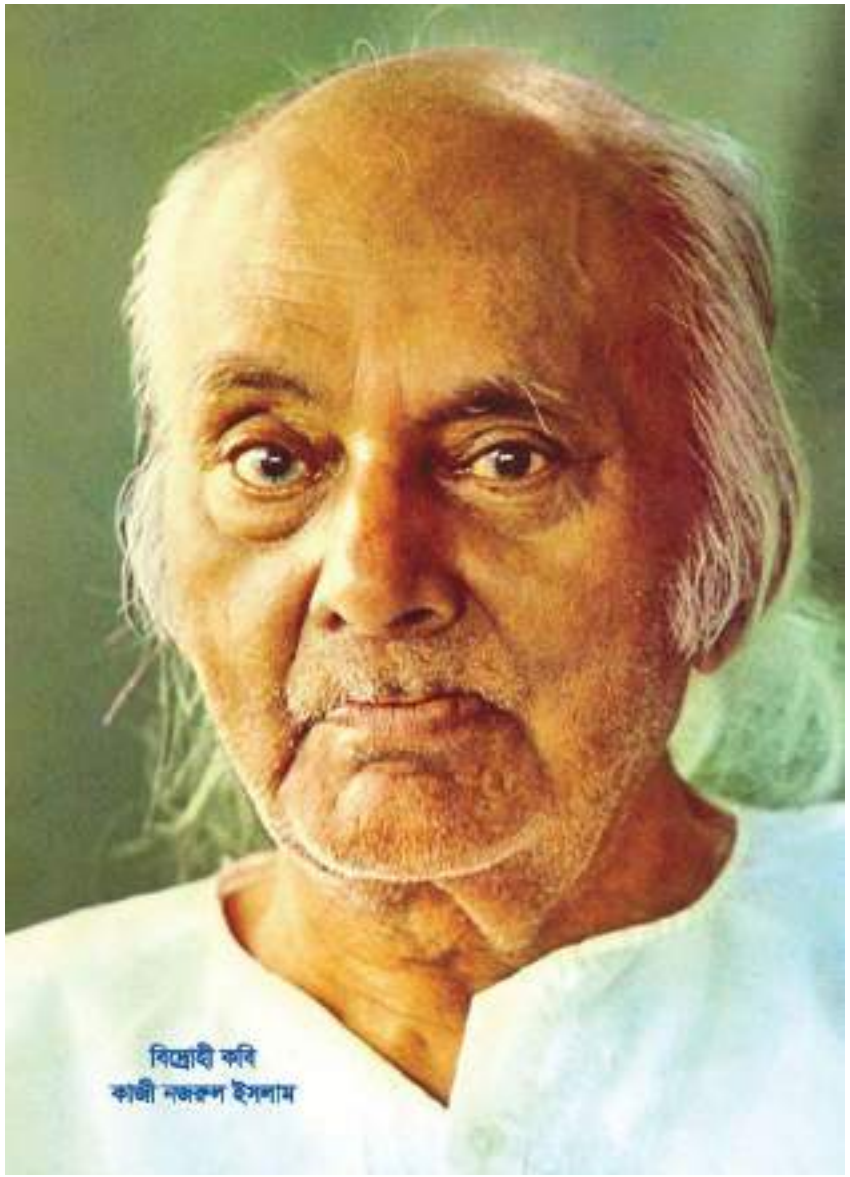

বুলবুল

কাজী নজরুল ইসলাম

প্রথম ইসলামী গান বা গজল রচয়িতা

বাংলা ভাষায় তিনি প্রথম ইসলামী গান বা গজল রচনা করেন।

এছাড়াও তিনি অনেক উৎকৃষ্ট শ্যামাসঙ্গীত ও হিন্দু ভক্তিগীতি রচনা করেন।

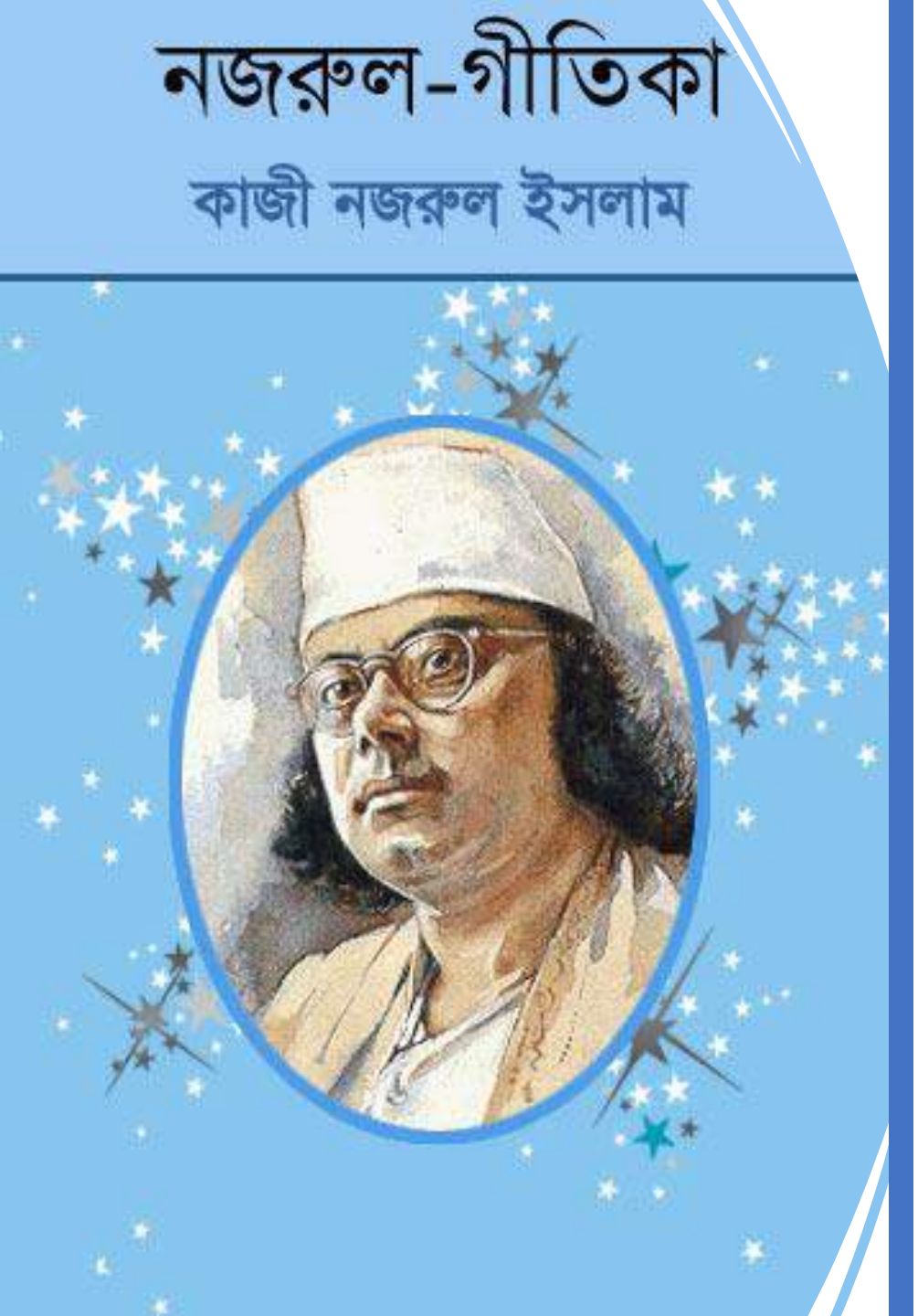

কাজী নজরুল ইসলাম

তার রচিত গানের সংখ্যা প্রায় ৩০০০।

গীতিকার ✓

সুরকার ✓

শিল্পীএখন এগুলো নজরুল সঙ্গীত বা নজরুল গীতি নামে পরিচিত।

জাতীয়কবি ও নাগরিকত্ব

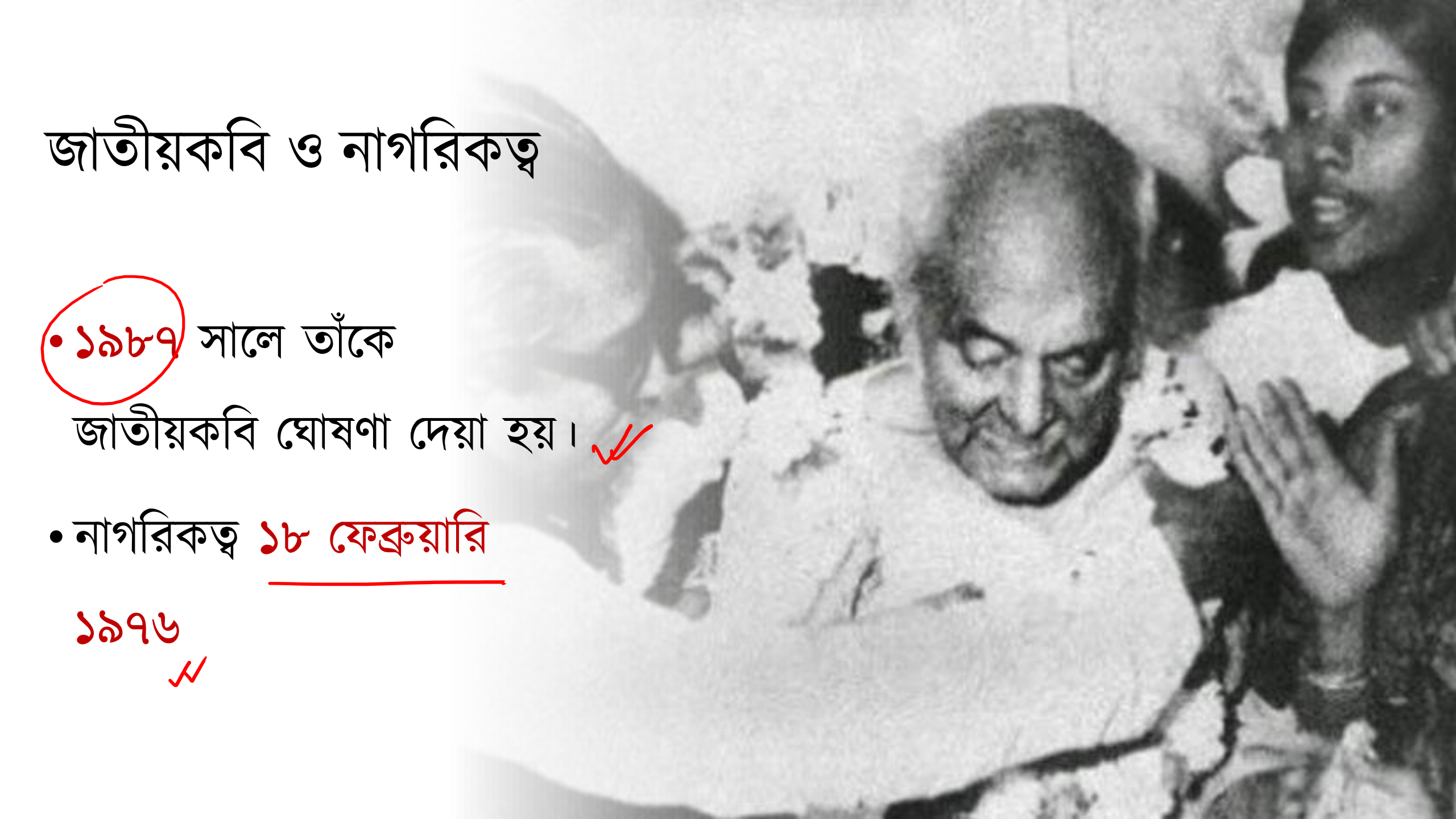

- ১৯৮৭ সালে তাঁকে জাতীয়কবি ঘোষণা দেয়া হয়।
- নাগরিকত্ব ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম

প্রথম গল্প/রচনা- বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী (১৯১৯)

কবিতা- মুক্তি (মুক্তি' বঙ্গীয়মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩২৬) ১৯১৯

খ্রিষ্টাব্দে নজরুল কবিতার নাম দিয়েছিলেন 'ক্ষমা' পত্রিকার সম্পাদক নাম বদলে দেন মুক্তি।

গল্পগ্রন্থ- ব্যথার দান

কাব্যগ্রন্থ- অগ্নি-বীণা

উপন্যাস- বাঁধনহারা

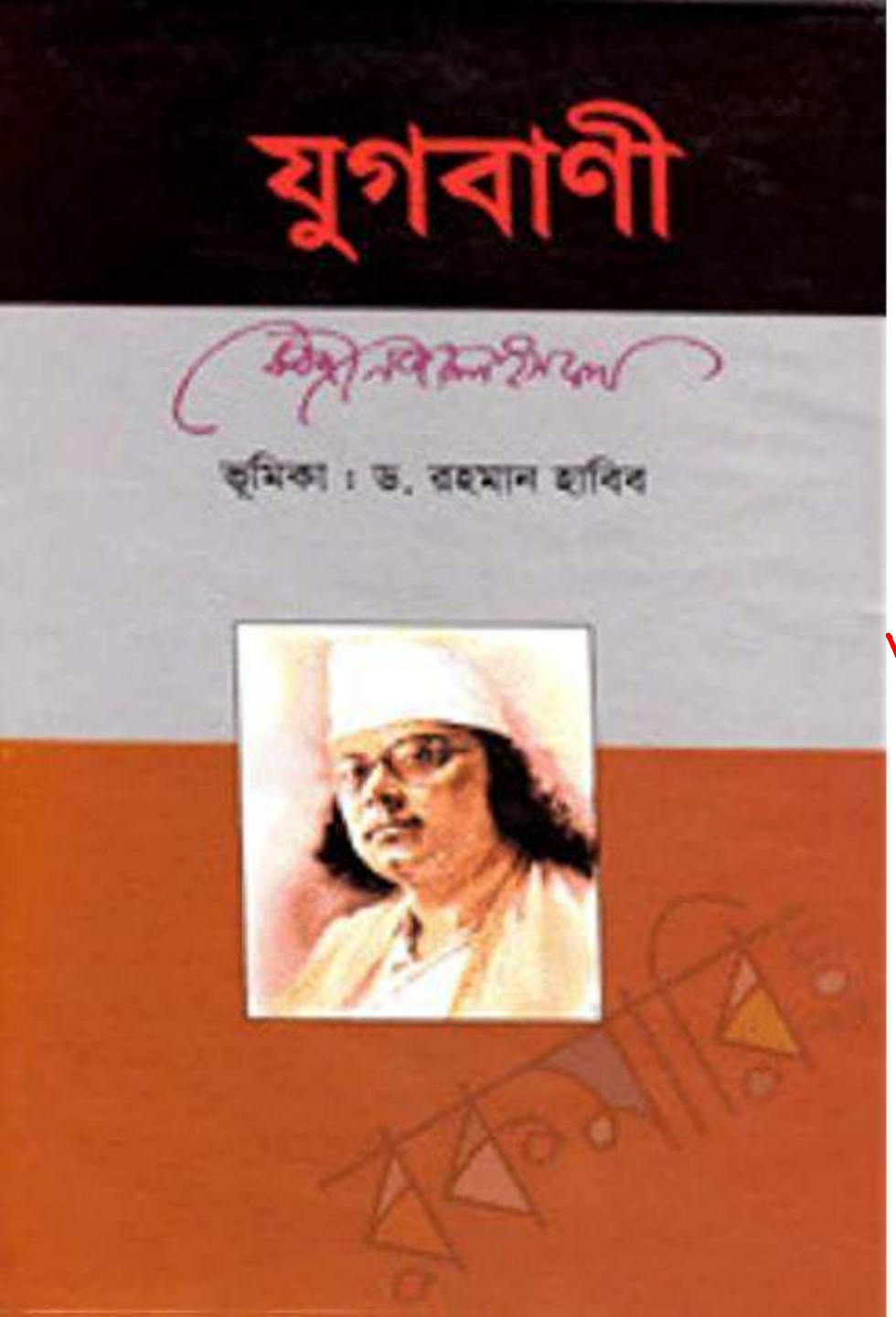

কাজী নজরুল ইসলাম

প্রবন্ধ- তুর্কি মহিলার ঘোমটা খোলা

প্রবন্ধ গ্রন্থ- যুগবাণী

নাটক- ঝিলিমিলি

সম্পাদিত পত্রিকা

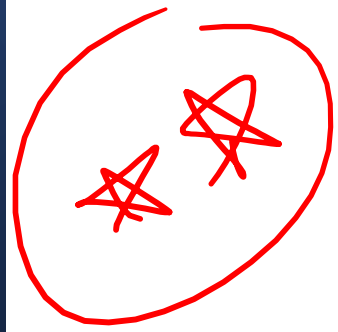

১) নবযুগ

২) ধূমকেতু

৩) লাঙল

সম্পাদিত পত্রিকা

নবযুগ (১৯২০, মে) সান্ধ্য দৈনিক । তিনি যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে নব পর্যায়ে দৈনিক নবযুগ' প্রকাশিত হলে কবি সম্পাদক নিযুক্ত হন ।

ধূমকেতু (১২ আগস্ট ১৯২২) : অর্ধসাপ্তাহিক এ পত্রিকায় সম্পাদকের পরিবর্তে নজরুলের নাম ছাপা
হত ‘সারথি) হিসেবে।

এ পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ :
“আয়চলে আয়, রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।”

লাঙল (১৯২৫) : সাপ্তাহিক, নজরুল ছিলেন প্রধান পরিচালক । পত্রিকাটির সম্পাদক : মনিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কবিতাগ্রন্থ ২২টি

অগ্নি-বীণা (১৯২২)	ভাঙার গান (১৯২৪)	ফণি-মনসা (১৯২৭)	চক্রবাক (১৯২৯)	নির্ঝর
দোলন-চাঁপা (১৯২৩)	ছায়ানট (১৯২৪)	বিষের বাঁশী (১৯২৪)	সাম্যবাদী (১৯২৫)	সিন্ধু-হিন্দোল(১৯২৭)
জিঞ্জির (১৯২৮)	প্রলয়-শিখা (১৯৩০)	নতুন চাঁদ (১৯৪৫)	পুবের হাওয়া (১৯২৪)	সর্বহারা (১৯২৬)
সন্ধ্যা (১৯২৯)	ঝড় (১৯৬০	শেষ সওগাত (১৯৫৮)		

অগ্নিবীণা ১৯২২

প্রথম কাব্য-অগ্নিবীণা (১২ টি আগুন ঝরা কবিতা)

রচনাকাল ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ

১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি সাপ্তাহিক বিজলি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

১ম কবিতা- প্রলোয়োল্লাস

২য় কবিতা- বিদ্রোহী

অগ্নিবীণা উৎসর্গ

বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করা হয়

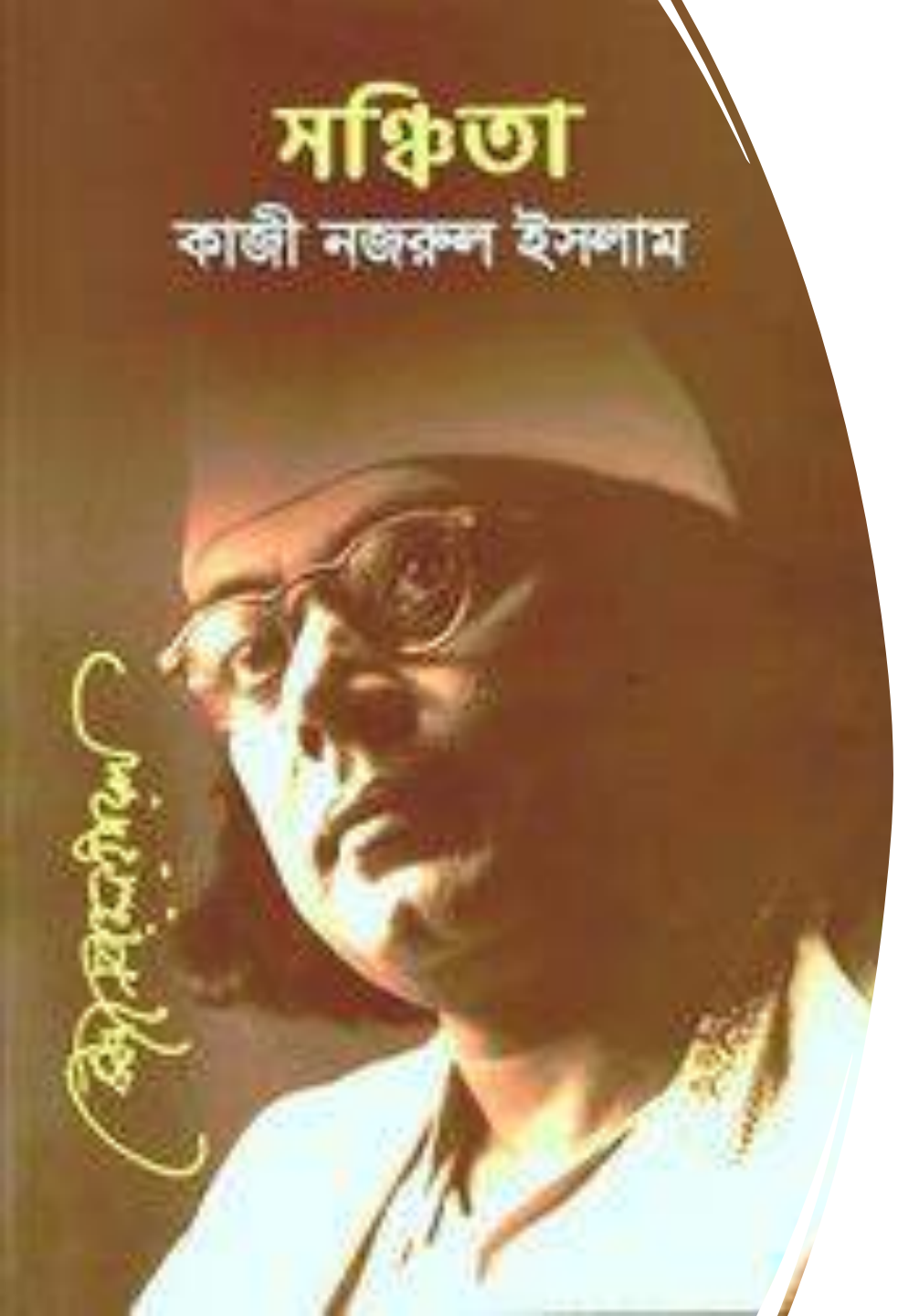

সঞ্চিতা

শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন : 'সঞ্চিতা' (১৯২৮) উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে । এতে কবিতা ও গান আছে ৭৮টি।

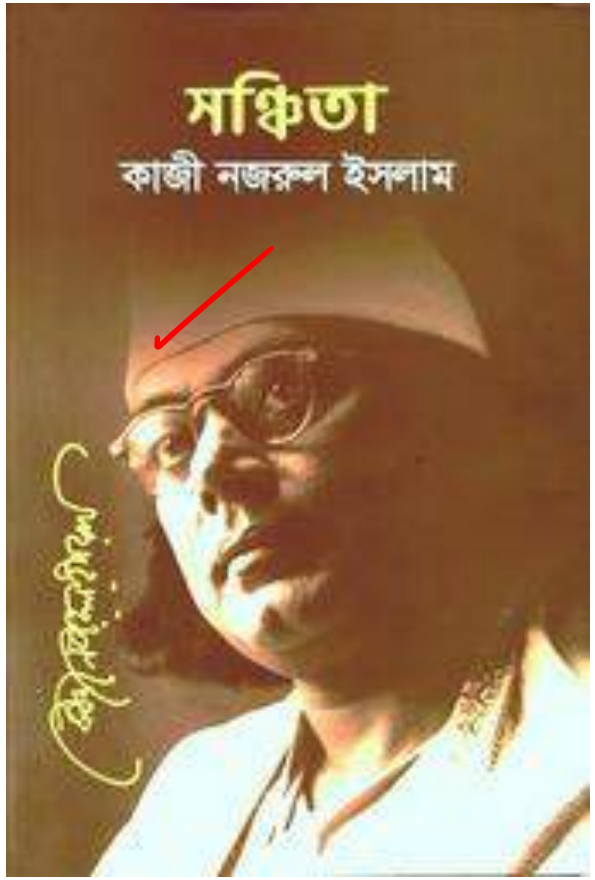
সঞ্চিতা
কাজী নজরুল ইসলাম

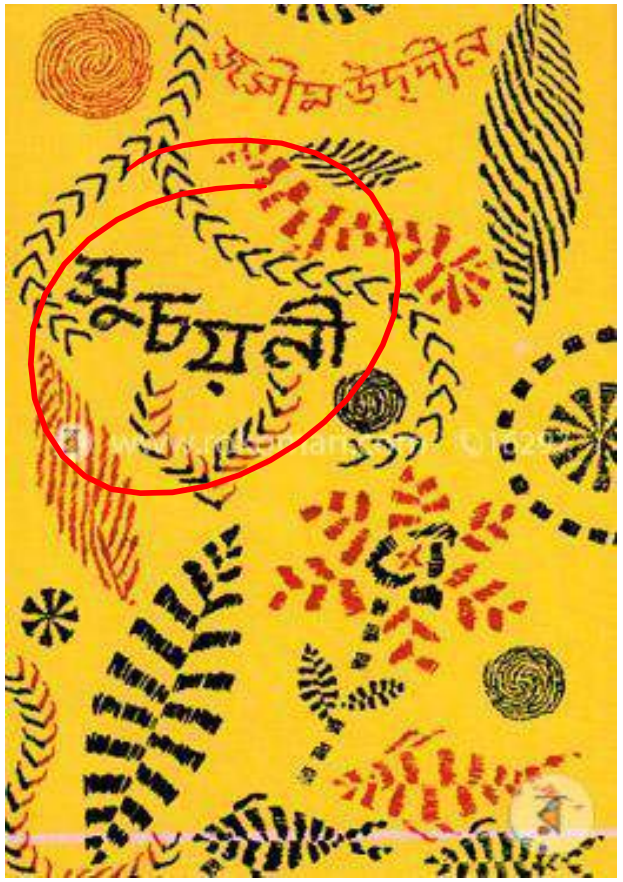
সুচয়নী

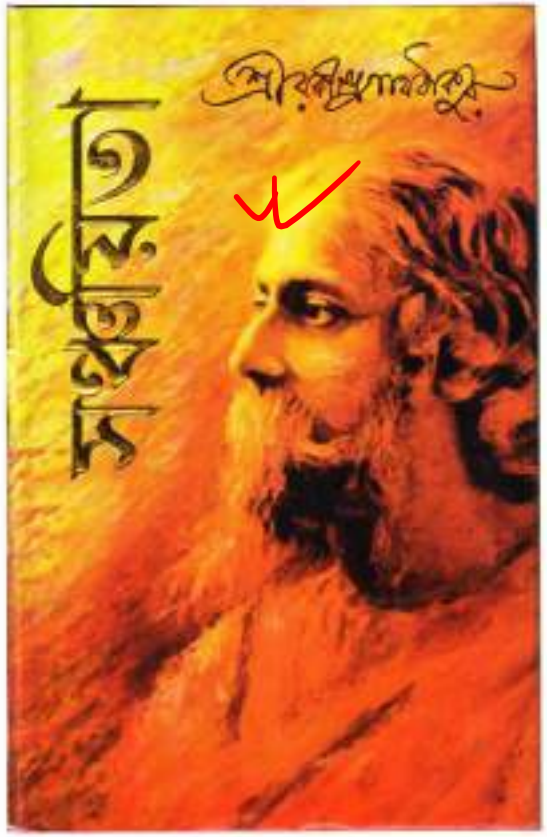
গীতবিতান

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে (বসন্ত) গীতিনাটক উৎসর্গ করার পর জেলে বসে লিখেন 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি।

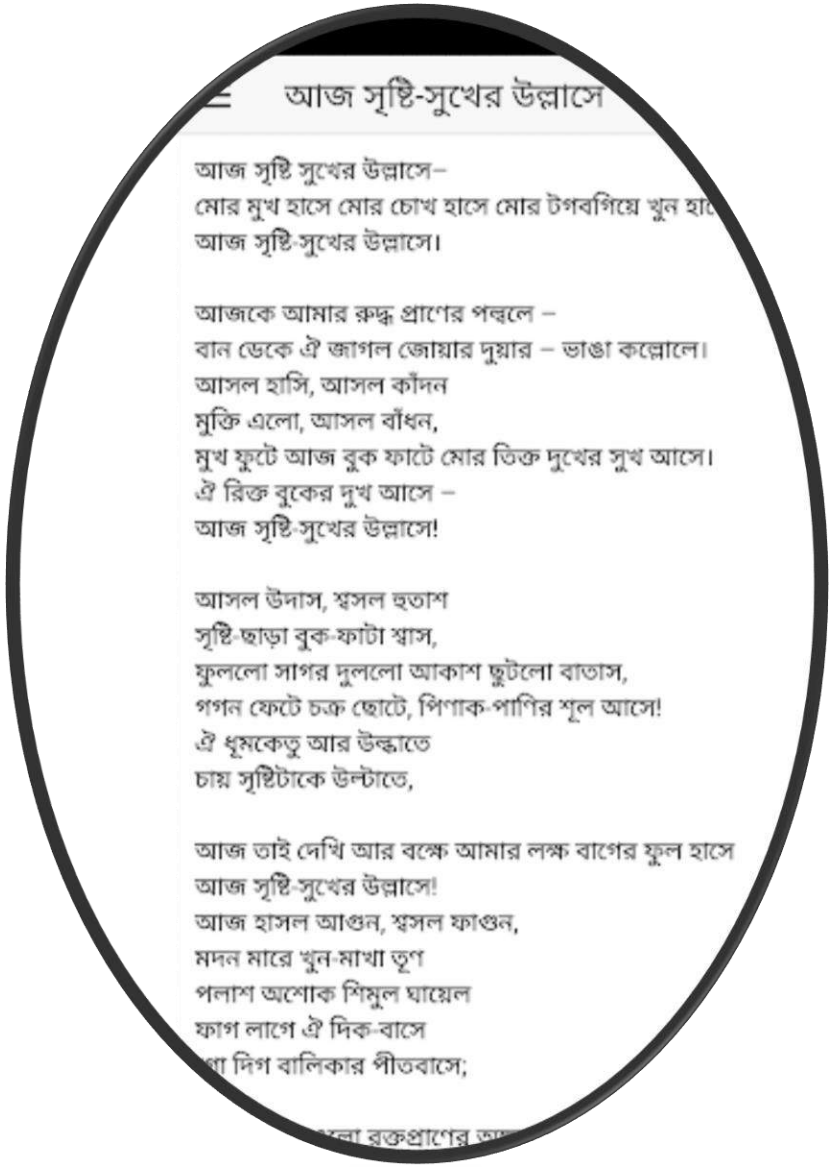

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে–
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হা
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে –
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার – ভাঙা কল্লোলে।
আসল হাসি, আসল কাঁদন
মুক্তি এলো, আসল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে।
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে –
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আসল উদাস, শ্বসল হুতাশ
সৃষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুললো সাগর দুললো আকাশ ছুটলো বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিণাক-পাণির শূল আসে!
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,

আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ হাসল আগুন, শ্বসল ফাগুন,
মদন মারে খুন-মাখা তূণ
পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক-বাসে
া দিগ বালিকার পীতবাসে;

লো রক্তপ্রাণের

সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থ

চল্ চল্ চল (২১ লাইন) সন্ধ্যা কাব্যের অন্তর্গত। ১৯২৮ সালে শিখা পত্রিকায় ১ম প্রকাশ । নাম ছিল নতুনের গান। ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে গানটি রণসংগীত হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

নিষিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ

- বিষের বাঁশি
- প্রলয় শিখা
- ভাঙ্গার গান

কাজী নজরুল ইসলাম

- সর্বহারা
- ফণিমনসা
- সঞ্চিতা
- জিঞ্জির
- সন্ধ্যা

কাজী নজরুল ইসলাম

- দোলনচাঁপা (আনন্দময়ীর আগমনে)
- ঝিঙেফুল
- সিন্দু হিল্লোল
- চক্রবাক
- শেষ সওগাত

কাজী নজরুল ইসলাম

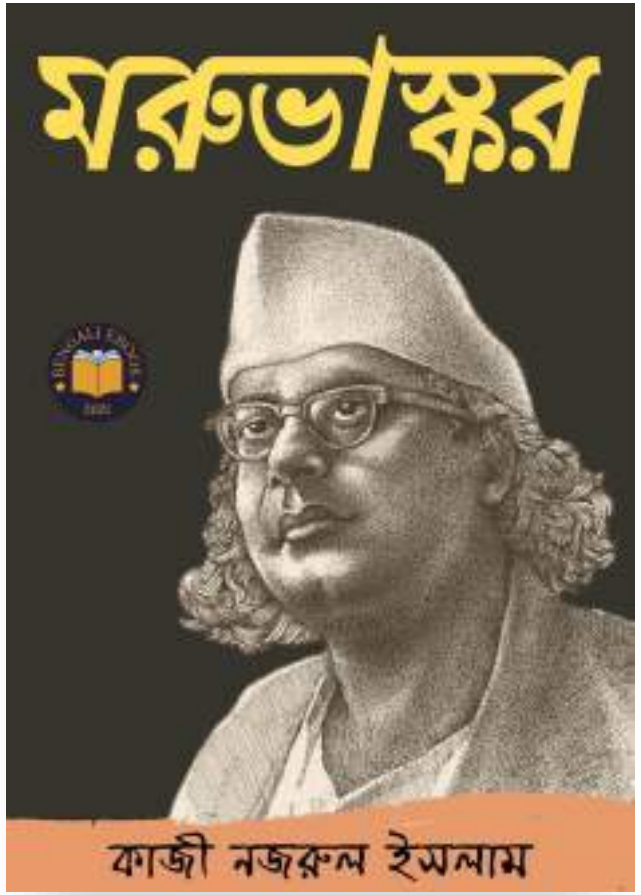

মরুভাস্কর-

চিত্তনামা-

উপন্যাস

মৃত্যুক্ষুধার কারণে কুহেলিকা আজ ~~বাঁধনহারা~~

বাঁধন হারা (১৯২৭, ১ম) বাংলা সাহিত্যের ~~প্রথম~~ পত্রোপন্যাস নায়ক: নরুল হুদা, নায়িকা : মাহবুবা ।

এতে পত্র আছে : ১৮টি

মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০) নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ।

চরিত্র : আনসার, মেজ-বৌ, রুবি ।

কুহেলিকা (১৯৩১) চরিত্র : জাহাঙ্গীর, তাহমিনা, চম্পা ।

গল্পগ্রন্থ: ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা

গল্পগ্রন্থের নাম	গল্পের নাম
ব্যথার দান	ব্যথার দান, হেনা, অতৃপ্ত কামনা, বাদল-বরিষণে, ঘুমের ঘোরে, রাজবন্দীর চিঠি।
রিক্তের বেদন	রিক্তের বেদন, বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, মেহের-নেগার, সাঁঝের তারা, রাক্ষুসী, সালেক, স্বামীহারা, দুরন্ত পথিক ।
শিউলিমালা	শিউলিমালা, অগ্নিগিরি, জিনের বাদশা, পদ্ম গোখরা।

প্রবন্ধ

যুগবাণী (১৯২২, বাজেয়াপ্ত)

রুদ্র-মঙ্গল

দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬)

রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩) ।

তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা (১৯১৯) তাঁর প্রথম প্রবন্ধ

নাটক

আলেয়া, মধুমালা, বনের বেদে,
বিষ্ণুপ্রিয়া, বাসন্তিকা,
ঝিলিমিলি, পুতুলের বিয়ে ।

কাব্যানুবাদ

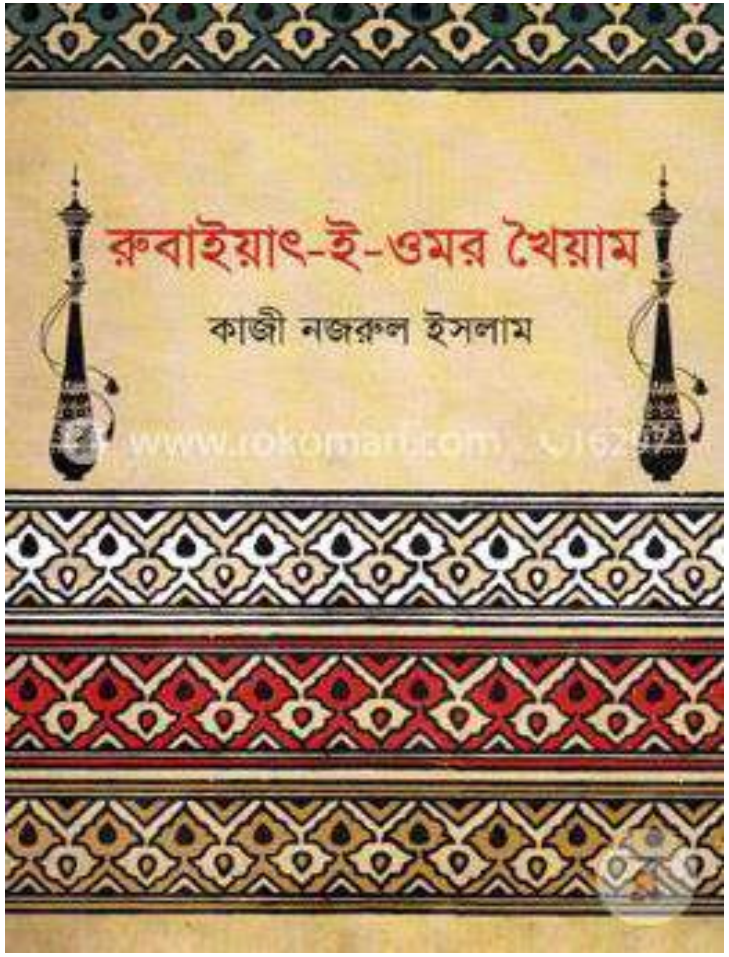

১)রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

২) রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম (১৯৫৩)

নিষিদ্ধ নজরুল

যুগবাণী (১৯২২) এটি তাঁর প্রথম বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ।

নিষিদ্ধ হয় ২৩ নভেম্বর ১৯২২

বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা- নিষিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ

চন্দ্রবিন্দু-নিষিদ্ধ গানের গ্রন্থ

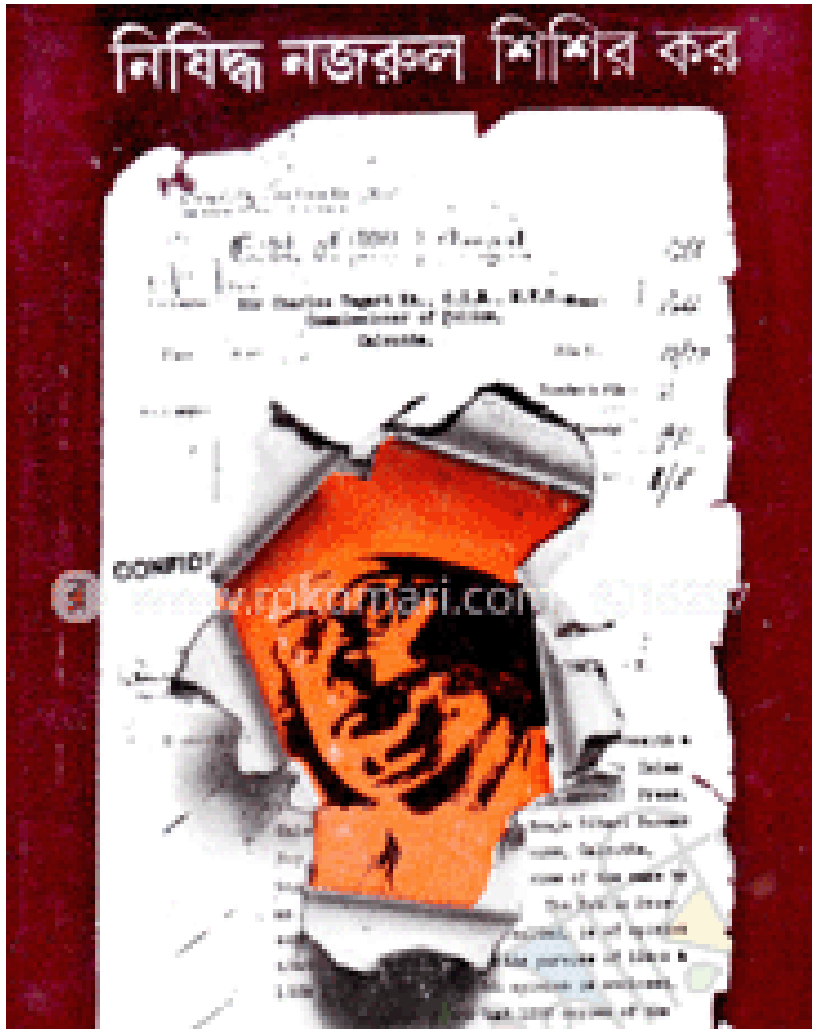

ระหว่าง บาง

๑๑ คน เลือกที่ มาเรียน

คาบสอง.

পঞ্চপাণ্ডব

ত্রিশের দশকের বিশিষ্ট ৫ জন কবি রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে গিয়ে **বাংলা** ভাষায় আধুনিক কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের ৫ জনকে **বাংলা সাহিত্যে পঞ্চপাণ্ডব** বলা হয়।

পঞ্চপাণ্ডব

অবুজ বিসু

১.অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৭)

২.বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)

৩.জীবনান্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

৪.বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২)

৫.সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০)

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক

এদের উত্থান ঘটেছিল ১৯২৩ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের কল্লোল পত্রিকা ঘিরে। তাই এদেরকে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক বলা হয়।

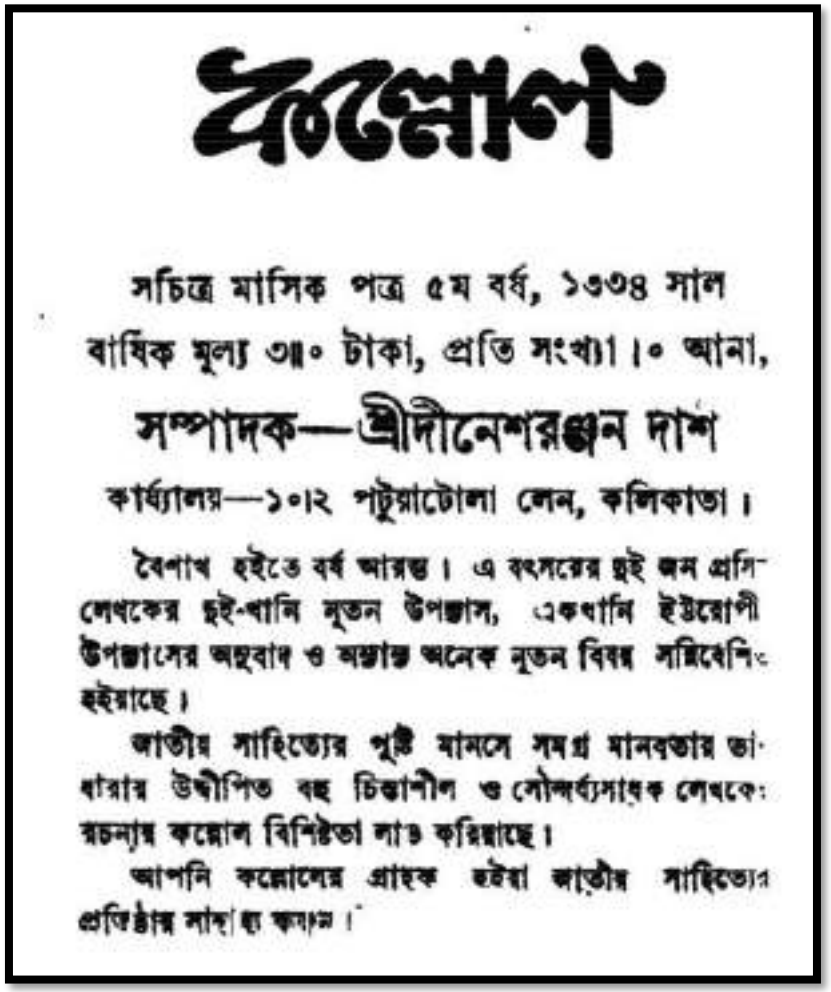

কল্লোল

সচিত্র মাসিক পত্র ৫ম বর্ষ, ১৩৩৪ সাল
বার্ষিক মূল্য ৩৷৷০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ।০ আনা,

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কার্য্যালয়—১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

বৈশাখ হইতে বর্ষ আরম্ভ। এ বৎসরের দুই জন প্রসি লেখকের দুই-খানি নূতন উপন্যাস, একখানি ইউরোপী উপন্যাসের অনুবাদ ও অন্যান্য অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশি হইয়াছে।

জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি মানসে সমগ্র মানবতার ভা ধারায় উদ্দীপিত বহু চিন্তাশীল ও সৌন্দর্য্যসাধক লেখকে রচনায় কল্লোল বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

আপনি কল্লোলের গ্রাহক হইয়া জাতীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করুন।

জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দ দাশ

তিনি ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁদের আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের গাওপাড়া গ্রামে।

মৃত্যু: ১৯৫৪, ২২ অক্টোবর, ট্রাম দুর্ঘটনায় । সমাধি : কলকাতা ।

জীবনানন্দ দাশ

তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন স্কুলশিক্ষক ও সমাজসেবক। তিনি ব্রহ্মবাদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। মাতা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন একজন কবি।

স্ত্রী : লাবণ্য গুপ্ত

চিত্ররূপময় কবিতা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে 'চিত্ররূপময় কবিতা' বলেছেন

বুদ্ধদেব বসু কবিকে 'নির্জনতম কবি' বলেছেন ।

'শুদ্ধতম কবি' উপাধি দিয়েছেন অন্নদা শঙ্কর রায়।

(এই নামে বই লিখেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ)

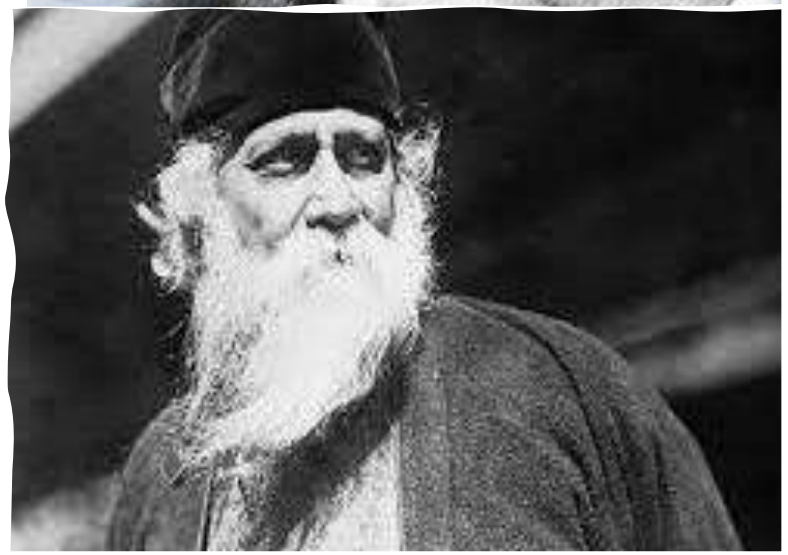

শুদ্ধতম কবি

তিনি দৈনিক স্বরাজ' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন।

তাঁর অন্য নাম : নিলু।

জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে আব্দুল মান্নান সৈয়দের লেখা গ্রন্থ

‘শুদ্ধতম কবি ।

'শুদ্ধতম কবি' উপাধি দিয়েছেন : অন্নদা শঙ্কর রায় ।

ক্লিনটন বি সিলি

বিদেশি গবেষক 'ক্লিনটন বি সিলি' তাঁকে নিয়ে গবেষণা করেন । এডগার এলেন পোর 'টু হেলেন' অবলম্বনে 'বনলতা সেন' কবিতা রচনা করেন।

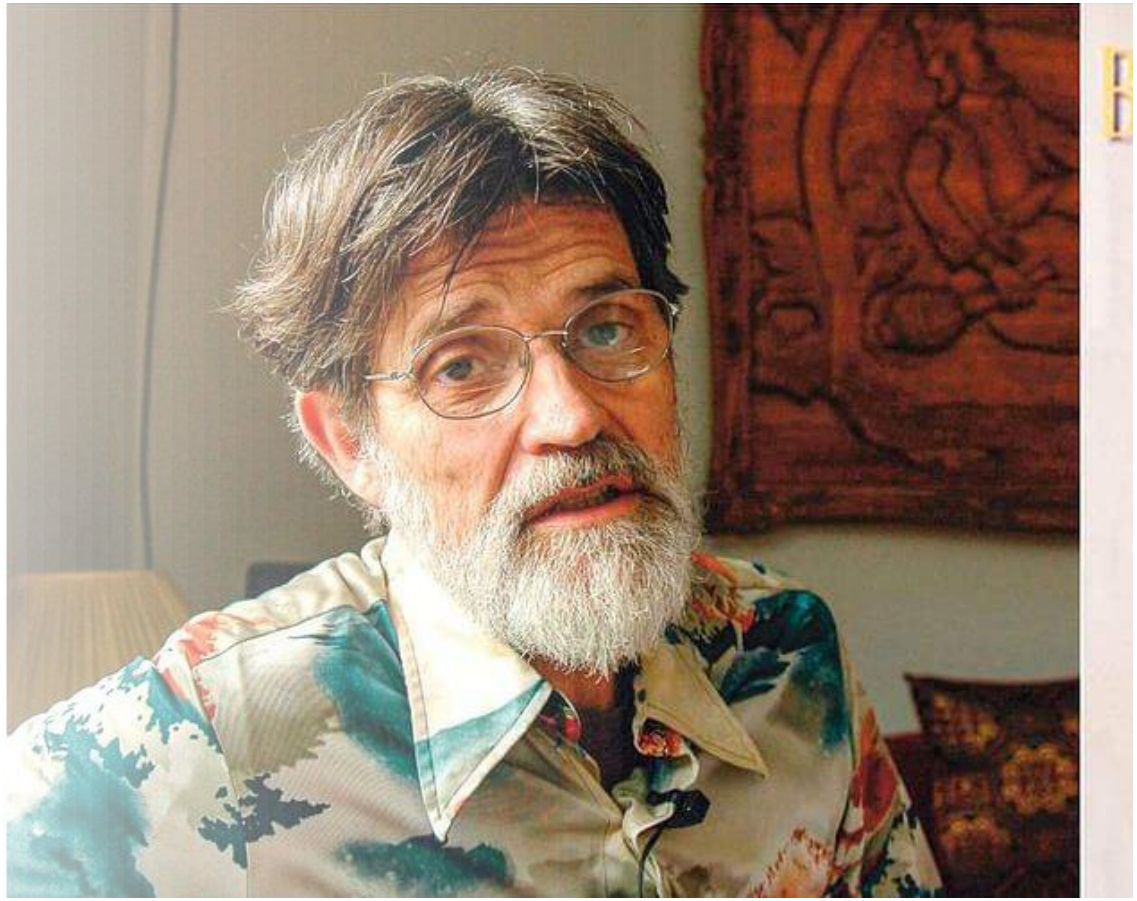

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ গ্রন্থটি সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেন।

চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে তিনি ‘দেশবন্ধুর প্রয়াণে’(১৯২৫) কবিতা লিখেছেন।

জীবনানন্দ দাশের গল্প’ গ্রন্থ সম্পাদনা করেন : সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তফী।

ছদ্মনাম : শ্রীং, কালপুরুষ ।

পারিবারিক পদবি : দাশগুপ্ত ।

জীবনানন্দ দাশ

রূনি ধূতি পরে

রূপসী বাংলার কবি,

নির্জনতার কবি,

ধূসর কবি,

তিমির হননের কবি,

শুদ্ধতম কবি,

পরাবাস্তববাদ কবি।

বর্ষা আহবান

প্রথম কবিতা ‘বর্ষা আহবান’ ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাস

১. মাল্যবান(১৯৭৩)

২. সতীর্থ(১৯৭৪)

৩. কল্যাণী(১৯৯৯) সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ

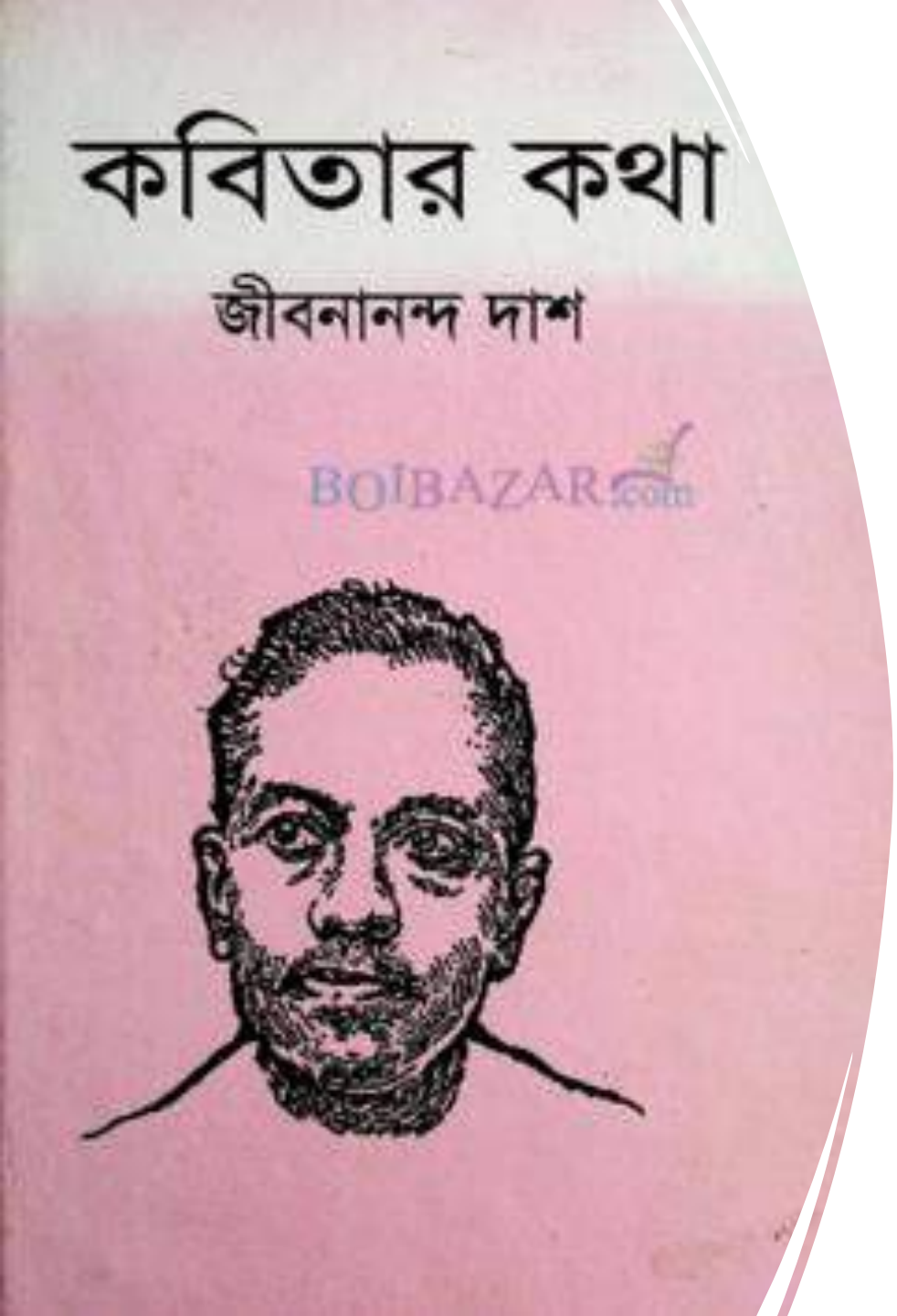

প্রবন্ধ: কবিতার কথা (১৯৫৬)

এ গ্রন্থে বিখ্যাত উক্তি - সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি

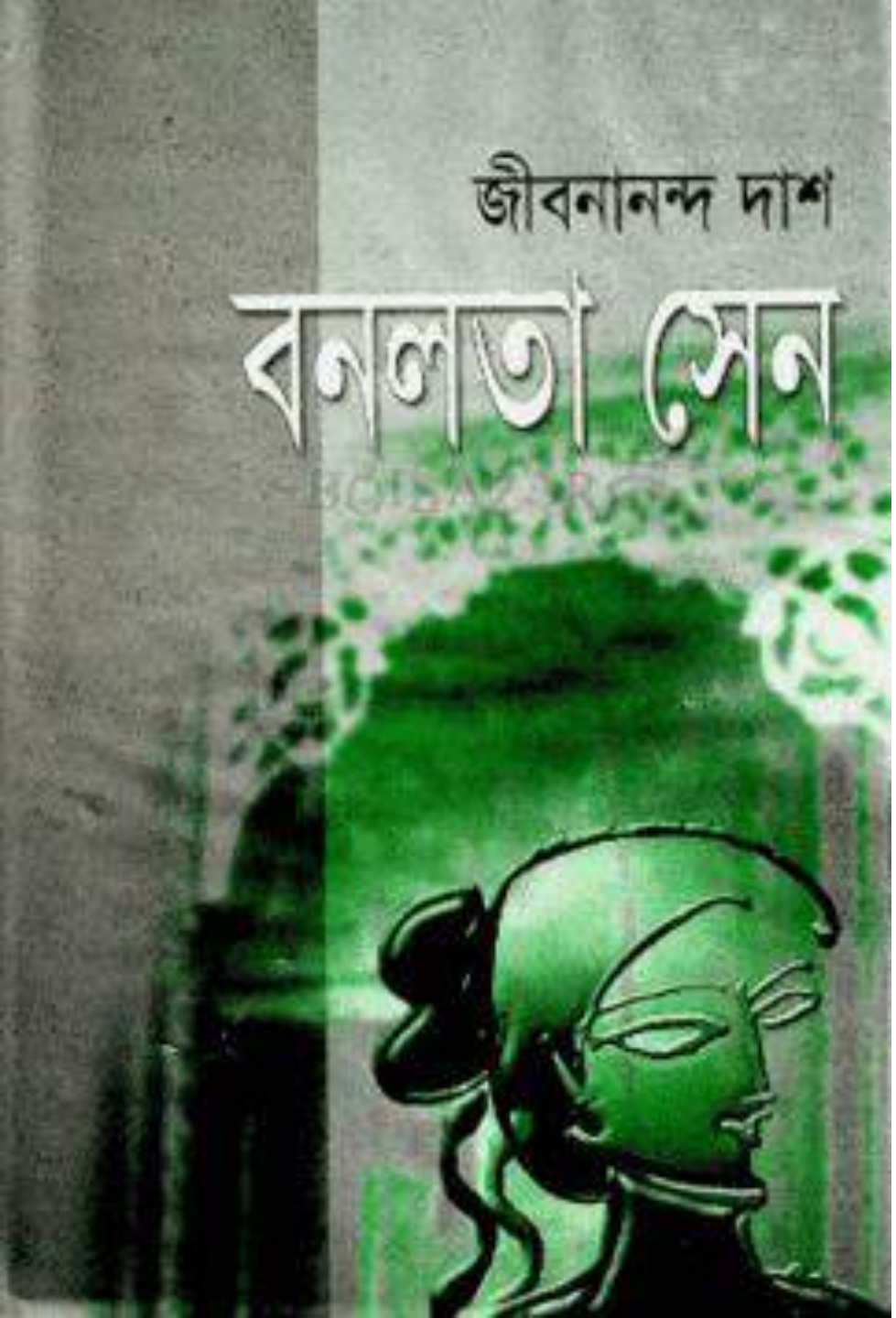

কাব্যগ্রন্থ: ৭টি

বনলতা সেন(শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ)

মহাপৃথিবী

রূপসী বাংলা

সাতটি তারার তিমির

বেলা অবেলা কালবেলা

ঝরা পালক (১ম কাব্যগ্রন্থ)

ধূসর পাণ্ডুলিপি

গুরুত্বপূর্ণ পঙক্তি

১)হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে (বনলতা সেন) ।

২)আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি (কুড়ি বছর পর) ।

৩)বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর ।

৪)পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন । (বনলতা সেন) ।

৫)চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা (বনলতা সেন) ।

৬)সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি । (কবিতার কথা) ।

৭) সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়ো নাকো তুমি (আকাশলীনা) ।

৮)শোনা-গেল লাশকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে (আট বছর আগের একদিন) ।

৯) আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে- এই বাংলায় (আবার আসিব ফিরে) । ধানসিঁড়ি নদী বরিশালে ।

১০) তোমার যেখানে সাধ চলে যাও-আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব (তোমার যেখানে সাধ) ।

১১) সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা আসে (বনলতা সেন) ।

১২) আবার তাহারে কেন ডেকে আন? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে! (হায় চিল) ।

১৩) হায় চিল, সোনালি ডানার চিল (হায় চিল) ।

১৪) “মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়’ -কে রচনা করেন এই কাব্যখানি? (মানুষের মৃত্যু হ'লে)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

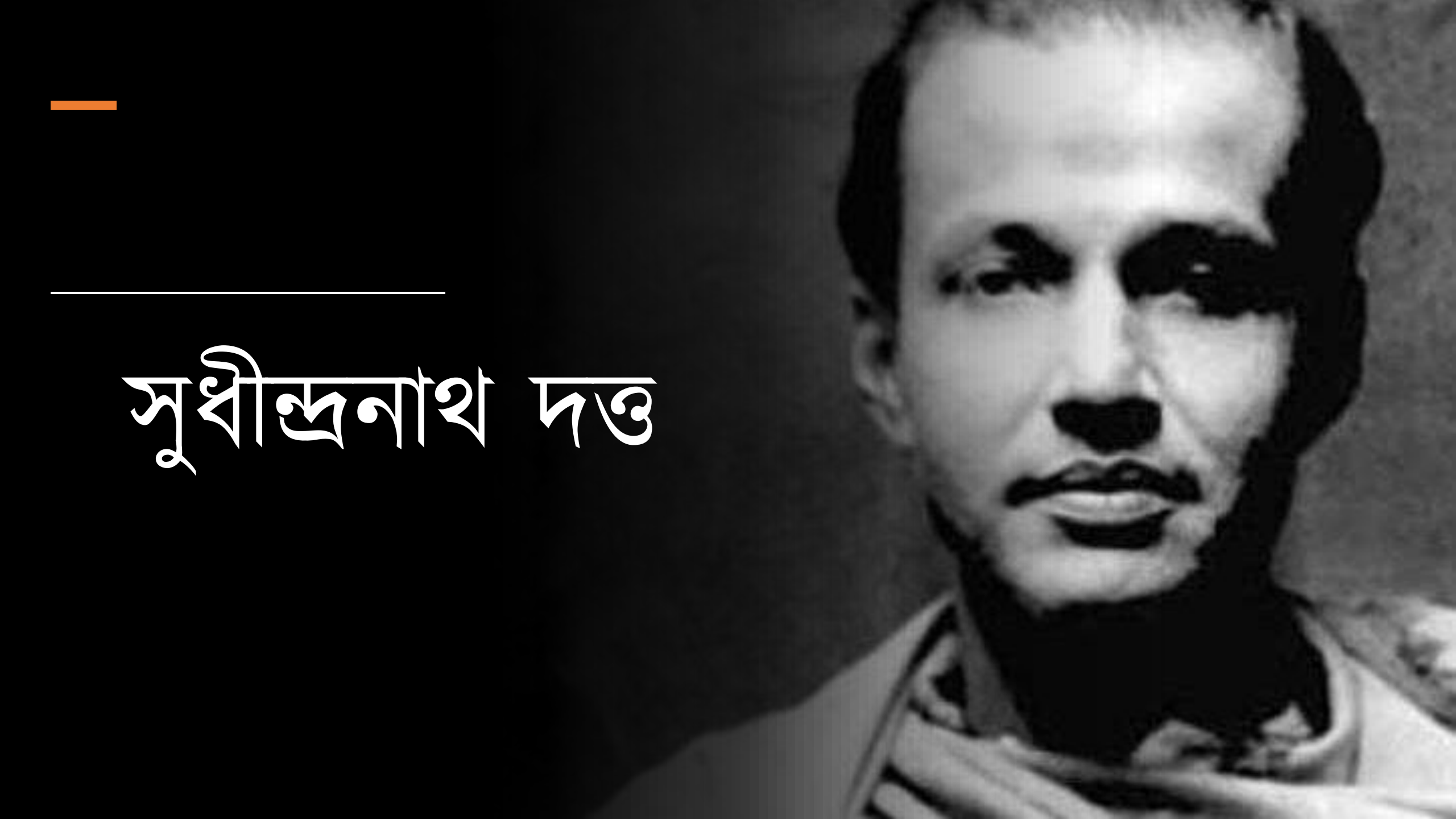

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

- জীবনানন্দ দাশ এর মতে, তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের সবচেয়ে নিরাশাকরোজ্জ্বল কবি।

  * ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন, ১৯৫৯ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

- তাঁকে বাংলা কবিতায় ‘ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক' বলা হয় ।

তন্বী

- প্রথম কাব্যগ্রন্থ- তন্বী (১৯৩০)
- উৎসর্গ করেন : রবীন্দ্রনাথকে ।
- তিনি লিখেছেন : ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্ঘ্য । ঋণশোধের জন্য নয়, ঋণ স্বীকারের জন্য

সুধীন্দ্রনাথ

তন্বী

অর্কেষ্ট্রা

ক্রন্দসী

উত্তর ফাল্গুনী

সংবর্ত

দশমী

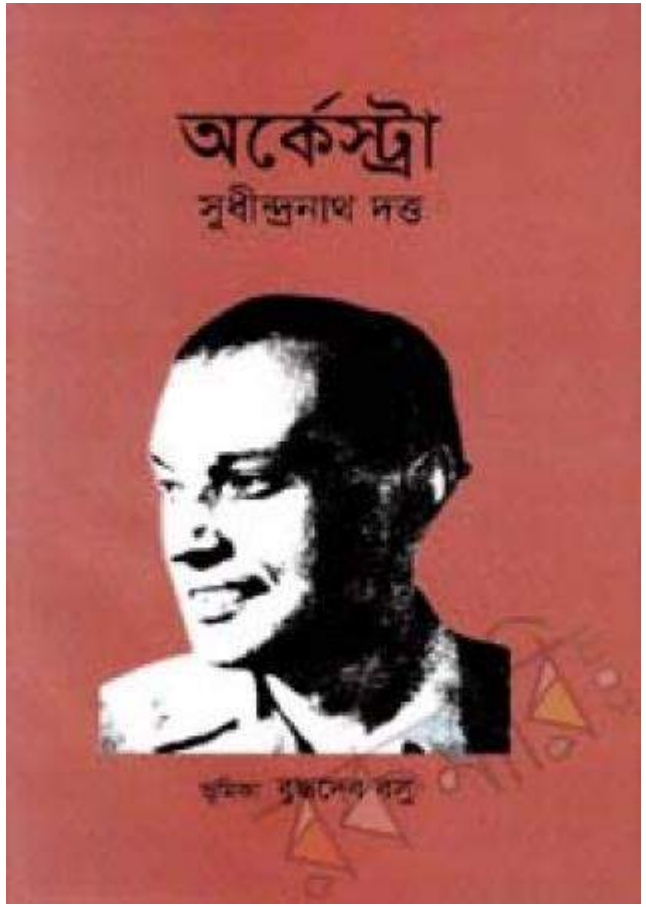

উপন্যাস লিখেননি

সুধীন্দ্রনাথ পংক্তি

- অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে!

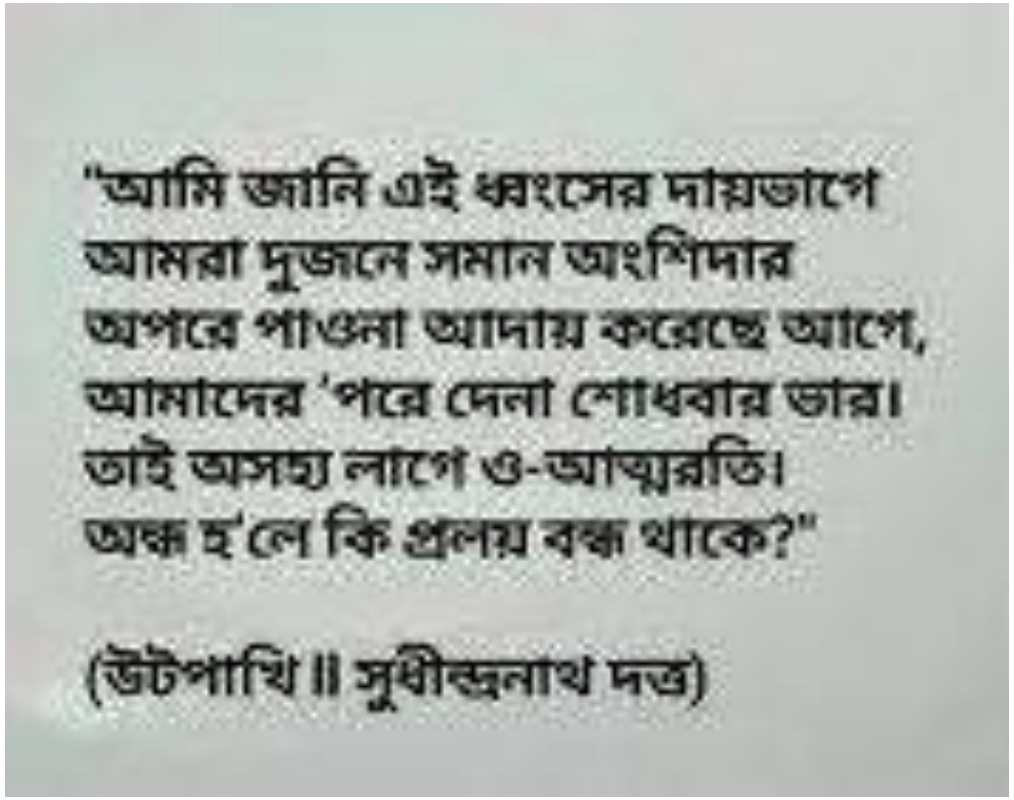

সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অমিয় চক্রবর্তী

জন্মঃ ১০ এপ্রিল ১৯০১ ইং

মৃত্যুঃ ১২ জুন ১৯৮৬ ইং

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৭)

অমিয় চক্রবর্তী ১৯০১ সালের ১০ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলিজেলার শ্রীরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।তাঁর পিতার নাম দ্বিজেশচন্দ্র ঠাকুর। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাক্তিগত সচিব ছিলেন। পেশায় তিনি ছিলেন অধ্যাপক।কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রবীন্দ্র প্রভাবিত বলয়ের বাইরে।অমিয় চক্রবর্তী ১৯৬০ সালে 'ইউনেস্কো পুরস্কার' এবং ১৯৭০ সালে ভারত সরকার কতৃর্ক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন।তিনি ১৯৮৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্য

- কাব্যগ্রন্থ: খসড়া, এক মুঠো, মাটির দেয়াল, অভিজ্ঞান বসন্ত, অনিঃশেষ, পালাবদল, পারাপার, ঘরে ফেরার দিন, পুষ্পিত ইমেজ।

তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘বাংলাদেশ’।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতাটি

‘অনিঃশেষ’ কাব্যের অর্ন্তগত।

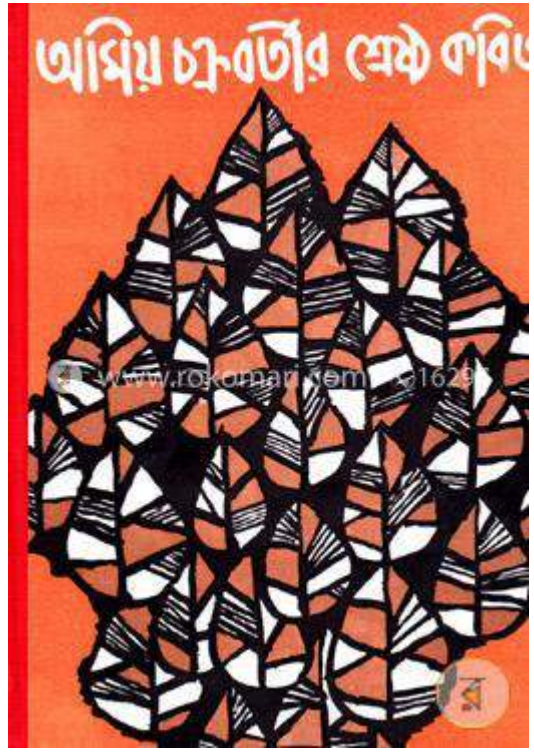

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু (সব্যসাচী লেখক) ১৯০৮- ১৯৭৮

কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ

সব্যসাচী লেখক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ছাত্র ছিলেন।

ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি ‘বাসন্তিকা’ পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন।

‘প্রগতি ও ‘কবিতা’ পত্রিকার সম্পাদনা

কাব্যগ্রন্থ

বন্দীর বন্দনা

কঙ্কাবতী (কঙ্কাবতী নামে উপন্যাসটি অন্নদাশঙ্কর রায়ের),

যে আধাঁর আলোর অধিক,

স্বাগত বিদায়, মর্মবানী, দময়ন্তী, মরচেপড়া পেরেকের গান,

একদিন চির দিন।

কাব্যনাট্য

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

কলকাতার ইলেকট্রা

সত্যসন্ধ।

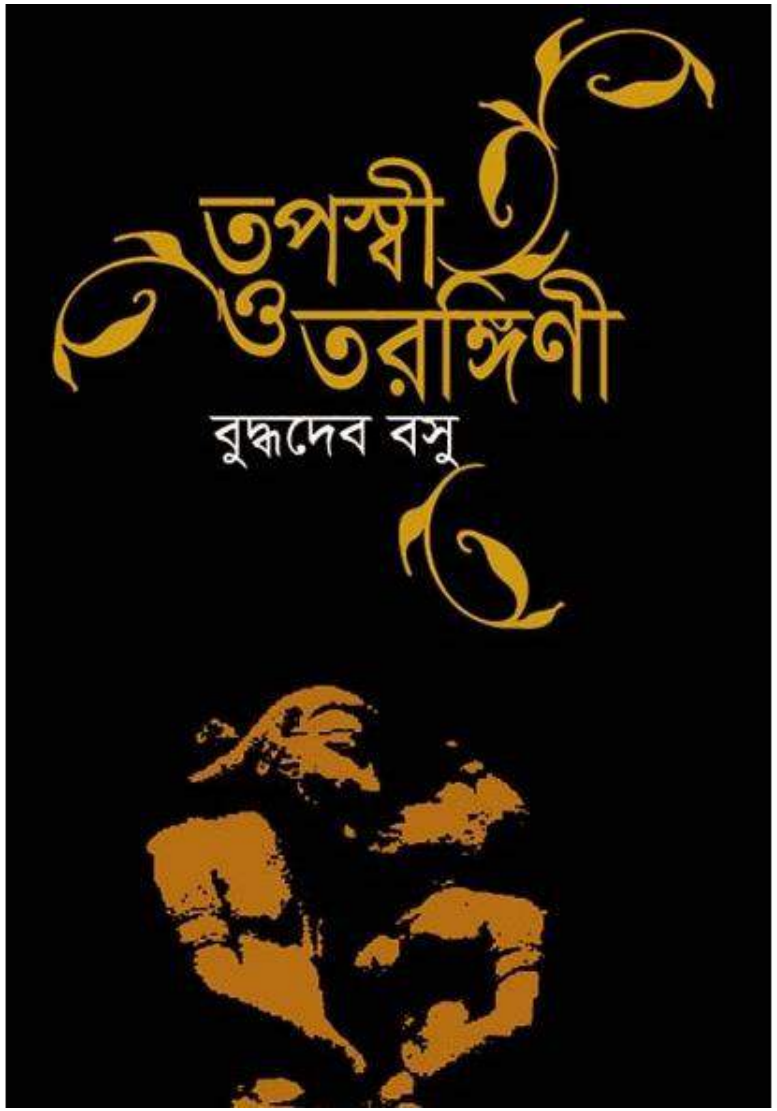

উপন্যাস

নির্জর স্বাক্ষর,

জঙ্গম,

তিথিডোর,

সানন্দা, পরিক্রমা, কালো হাওয়া,

নীলাঞ্জনের খাতা।

গল্প গ্রন্থ

- অভিনয়,
- অভিনয় নয়,
- রেখাচিত্র,
- হাওয়া বদল।

প্রবন্ধ

- হঠাৎ আলোর ঝলকানি,
- কালের পুতুল।

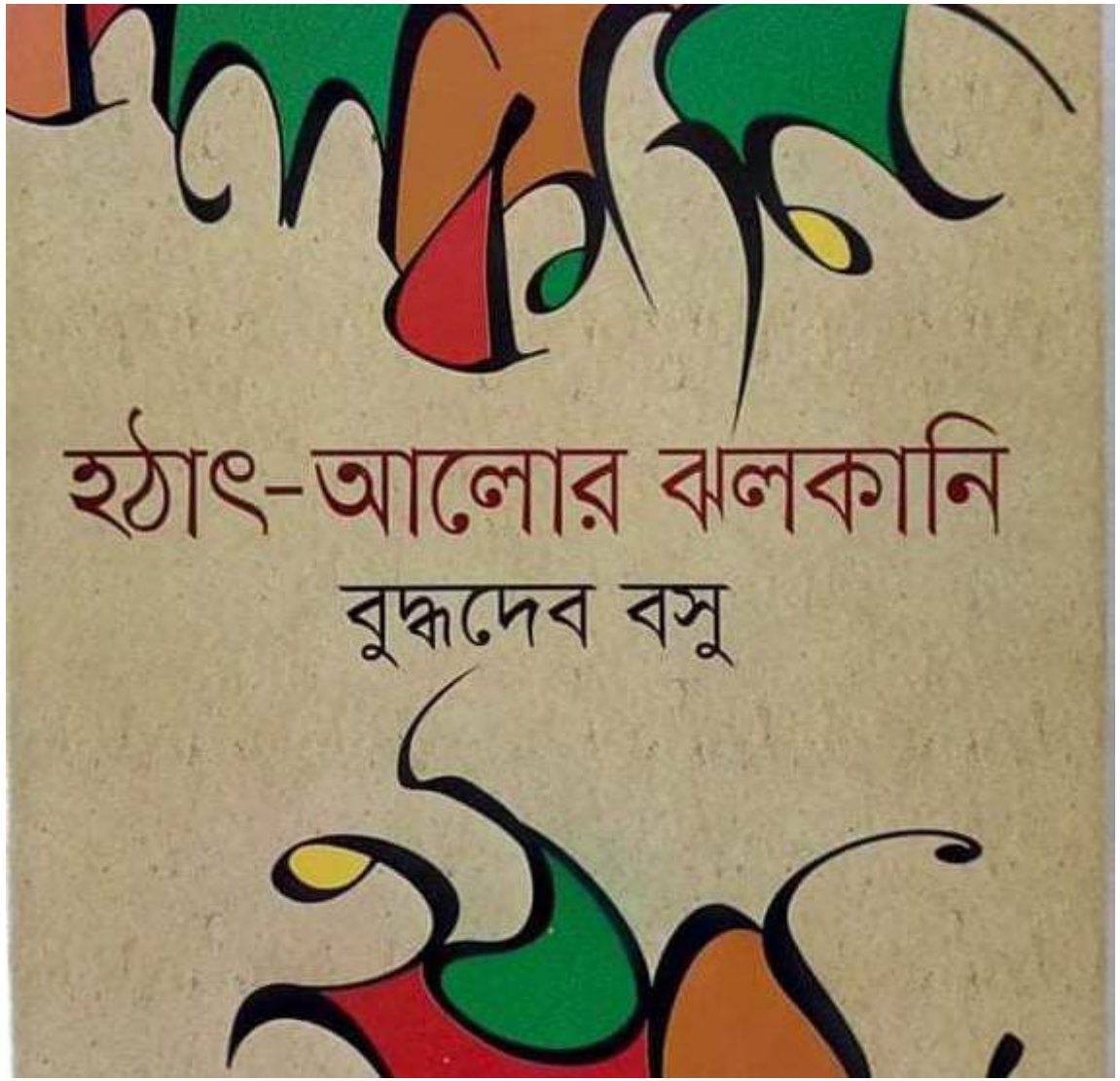

অনুবাদ কাব্য

কালিদাসের মেঘদূত

বোদলেয়ার

তার কবিতা,

হেল্ডালিনের কবিতা, রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা।

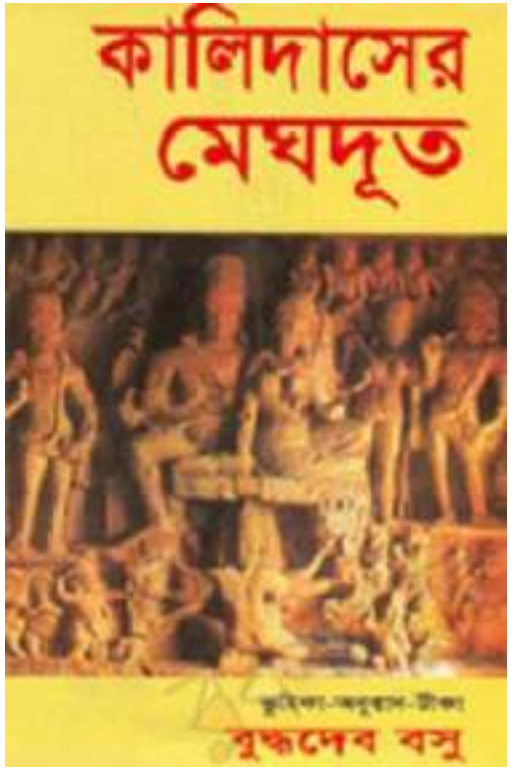

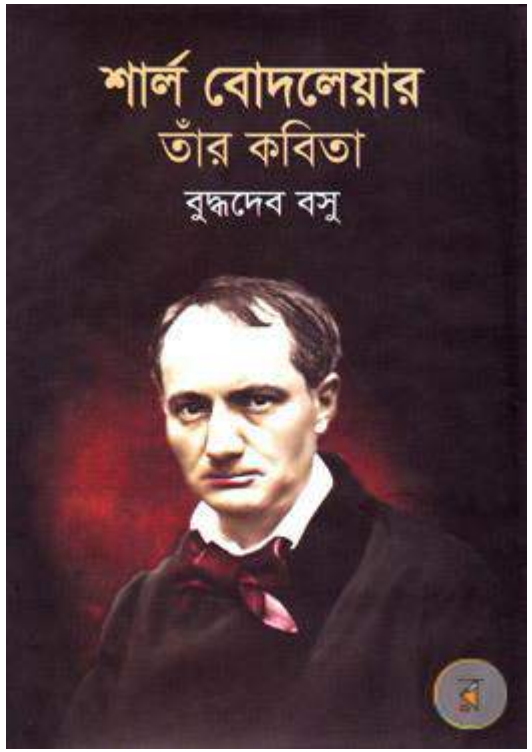

সম্পাদক

১) কবিতা (১৯৩৫, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে)

২) প্রগতি (১৯২৭, অজিত দত্তের সঙ্গে । সচিত্র মাসিক পত্রিকা ঢাকা থেকে

৩) চতুরঙ্গ (হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে)

জগন্নাথ হলের ছাত্রাবস্থায় : ‘বাসন্তিকা’ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ।

বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে ১৯০৯- ১৯৮২

মার্কসবাদী কবি হিসেবে পরিচিত

সম্পাদিত পত্রিকা: নিরুক্ত, সাহিত্য পত্র

- উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩২)
- চোরাবালি (১৯৩৮)
- পূর্বলেখ (১৯৪০)
- রুচি ও প্রগতি (১৯৪৬)
- সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৯৫২)
- সন্দীপের চর (১৯৪৭)
- নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (১৯৫০)
- তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮)